

আলোহ কে? ♦ ১

আলোহ কে? ♦ ২

# আলোহ কে?

মুফতি মুবারের আহমদ  
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ ইনসিটিউট, বাংলাদেশ  
মান্ডা শেষ মাথা, মগন্দা, ঢাকা-১২১৪  
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১  
[www.jubaerahmad.com](http://www.jubaerahmad.com)

হিলফুল ফুফুল প্রকাশনী  
১৩৫/৩, উভের মগন্দাপাড়, ঢাকা-১২১৪  
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১  
[www.hilfulfujul.com](http://www.hilfulfujul.com)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী - ২০১৭ ঈ.

আলোহ কে?

মুফতি মুবারের আহমদ  
\* প্রকাশক. আলহাজ ইঙ্গলিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌকিকে এলাহী  
\* স্বত্ত্ব. পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করার প্রতে, অনুবাদকের লিখিত অনুবাদ  
সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবে। \* কম্পেজ. আবু আমাতুল্লাহ  
প্রাণিশ্রান. ইসলামী দাওয়াহ ইনসিটিউট মান্ডা, মগন্দা, ঢাকা-১২১৪।  
বাংলাবাজার, বাহুতুল মোকাররম সহ দেশের সম্মত লাইব্রেরী সমূহ।

মূল্য. ৫০ টাকা মাত্র

## ଇନତେସାବ

ଆଜ୍ଞାହ ତୋଳା ବାଲାଦେରକେ ଆଜ୍ଞାହର ସାଥେ  
ଜୁଡ଼ିଯେ ଦେଖା ଓ ଦାଉୟାତ୍ରୀ କାଜେ ନିଜେର  
ଜୀବନକେ ଓଯାକଫ କରିବାର ପରିଯାଶର ଇସଲାମି  
ଦାଉୟା ଇନସିଟିଟ୍- ଏର ହାତଦେର ହାତେ  
ତୁଳେ ଦେଖା ହଲୋ ।

ଯୁବାଧେର ଆହୟନ୍

## ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلوة السلام على سيد المرسلين .  
سَبَرْ بِرْخَسْ نَسْ سَهْيَ مَهَانَ رَاهْبُلْ آلَنَمِيَنَرْ، يِنَنَ آمَادَنَرْকَهَ مَهْلَعْ  
হিসেবে سৃষ্টি করেছেন । দরঢ ও সালাম বার্ষিত হোক নবীদের সরদার  
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাভের  
ওপর ।

একজন মুসলিমান বা দারী হিসেবে আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের যতটুকু  
জানার প্রয়োজন ছিল সে পরিমাণ আমরা জানি না । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা  
তার কালামে পাকে নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন । যাতে তাঁর  
বাল্দারা তাঁকে চিনতে পারে । অর্জন করতে পারে তাঁর পরিচয় । লাভ করতে  
পারে তাঁর নেকট্য । তাই দীর্ঘদিন থেকে মনে আশা ছিল নিজের জন্মই  
আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে আয়াতগুলো বের করবো । কিন্তু সময়ের অভাবে  
তা হয়ে উঠেনি, কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের দিয়ে আয়াতগুলো একটি  
করিয়েছি । এবার ফুলাতের খানকায় বাসে এর তারতিব দেওয়ার সুযোগ  
হয়েছে ।

বিনাঙ্গ করতে গিয়ে প্রথমে আয়াতগুলোর সারমুর্ম লেখা হয়েছে, এর  
পর আয়াতগুলো এনেছি । শেষে আয়াতগুলো থেকে আমরা কী শিখতে  
পেলাম তা পৃথকভাবে লেখা হয়েছে । কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামি দাঙ্গ্য  
ইনসিটিউট-এর ২০১৬-১৭ শিক্ষকবর্ষের ছাত্রদের; তবা আয়াতগুলো বের  
করতে সহযোগিতা করেছে ।  
পাঠক পাঠিকার প্রতি আবেদন মানুষ যাইই ভুল করে, তাই ভুল ঢেটি  
দ্বিতীয়ের হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংকরণে ঠিক করে দিব  
ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ তা'আলা এই এক্সিটিকে হাজারো মানুষের হেদয়াতের  
মাধ্যম বানান, আমাদের ও আপনাদেরকে করুণ করুন । আমিন ।

২৪/১২/১৬  
স্বার্বায়ের আহমদ

## প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত বরকত যে, তিনি  
আমাদেরকে তার বান্দা বানিয়েছেন । বানিয়েছেন শেষ  
নবীর শেষ উন্নত ।  
বান্দা হিসেবে আমাদের প্রষ্ঠাকে জানা-চেনা ও মান  
আমাদের প্রত্যেকের জন্মই আবশ্যিক । আল্লাহকে জানবো  
কীভাবে? হ্যা, তিনি নিজেই কুরআনে পাকে তার পরিচয়  
সুন্দরভাবে দিয়েছেন । মুফতি যাবায়ের সাথেব কুরআন  
থেকে আল্লাহ সম্পর্কিত আয়াতগুলো একটিত করেছেন ।  
নাম দেয়া হয়েছে 'আল্লাহ কে?' আমি এই বইটি প্রকাশ  
করতে উন্নত হয়েছি । শেষ সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই  
কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও মেন  
মেহেরবান মালিক করুণ করেন ।  
সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ  
বইটি রয়ে গোছে সে জন্য আমি অন্তঙ্গ মেসব ভুল-  
ঝুলি করে শেষে সে জন্য আমি অন্তঙ্গ । আমার এই  
অপরাধ মার্জনাবোধ মনে করে এই বইটির ভুল-ঝুলি  
সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ  
থাববো । সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার ভুল আমার মালিকের  
দরবারে এই পার্থক্য রইল, তিনি মেন তাদের সাথে  
আমাকে ও গ্রন্থকারকে ক্ষমারয়েগ্য হিসেবে বিবেচনা  
করেন ।

তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাই  
০৪/০১/২০১৭

卷之三

四

আমাদেরও উচিত আমরা আমাদের প্রতিপালক আলোহর সাথে তার  
বানানদেরক সম্পর্ক করিয়ে দেখা। এটাই হবে আমাদের সফলতা ও কামিয়াবীর  
চান্ডাল মাধ্যম।

অঙ্গীহৰ বাল্পদেৰকে অঙ্গীহৰ সাথে জোড়নো এটা কুৰআনী ছিল। ইচ্ছা থাকবে অঙ্গীহৰ বাল্প বেন নিজ প্রতু আল্লাহকে চিনতে পাবে এবং আল্লাহৰ সাথে বেন বাল্পৰ সম্পর্ক প্রতিশালী হয়। তাহলে সে প্রতিবেণী ও মাখলুকৰ হক আদয়কৰণী হয়ে যাবে।

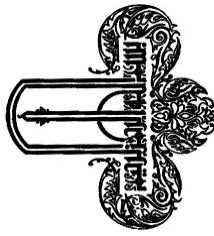
বাল্পুর সাথে তাৰ বাৰে সম্পৰ্কীয় হলো বাল্পুৰ সফলতৰ মাপকাৰ্তি। আৰ  
নিজ প্ৰতিপালক আঙুহৰ সাথে সম্পৰ্ক ও ভালোবাসাৰ ভিত্তি হলো আঙুহৰক  
চিনতে পাৰা।

তাই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রকামনা হলো মানবকে তার মালিক আলাদা সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া । আর আবিয়া আ. এর দাঙওতী পক্ষতির অন্যর ও প্রেতের কর্ম শুভ সফল বাস্তি যে মানবকে আঙুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তার গোলামী ও দশত করে ।

ଯୋଗ୍, କାରଣ ତିନି ଏହି ସ୍ଵର୍ଗ ବିଷୟଟି ସୁରାତେ ପେରେ ଫୁରାନେ ମାଜିଦ ଥିଲେ ଶୁଭ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଯାତ ସମ୍ମତ ନିର୍ବିଚନ କରରୁଛେ । ଏଥିର ଆଯାତର ବାଂଳ ଅନୁବାଦ ବିଜ୍ଞାନକଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗ କରେ ଏକଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କରରୁଛେ । ଏତା ଏକଟି

ଓয়াসশালাম  
বীরের নগণ্য খাদেম  
মহামাদ কামিনি মিল্জিকী

دیکھ دیکھ دیکھ



ପ୍ରକାଶକ

ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ହଳେନ ଏମନ ଏକ ସତ୍ତା ଧିନି ଏକ । ତାର ସାଥେ କୋଣେ ଶ୍ଵରିକ ନେଇ । ଆଜ୍ଞାଇର ପରିଚୟ ସମ୍ପଦେକୁ ଆପନାଦେଶରେ କିଛି ଜାନାତେ ଚାଇ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପାଳକ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଦୟାବୟ । ଆଜ୍ଞାଇ କରନ୍ତାମାୟ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା କେଯାମତ ଦିବସେର ମାଲିକ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଜୀବିତ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ସବକିଛିର ଧାରକ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ସୁମାନ ନା । ଆଜ୍ଞାଇ ତଥ୍ୟ ଆସେ ନା । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଆସମାନ ଜମିନ ଓ ଏର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆହେ ସବକିଛିର ମାଲିକ । ଆମରା ଯା ଦେଖି ବା ନା ଦେଖି ଆଜ୍ଞାଇ ସବକିଛି ଜାଣେ । ଆଜ୍ଞାଇର ସିଂହାସନ ଆସମାନ ଘରିବନକେ ବେଷ୍ଟନ କରନ ଆହେ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ସର୍ବୋତ୍ତମା । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ମହାନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ମୁଖିନଦେଗ ଅଭିଭାବକ । ଆଜ୍ଞାଇ ଚିରଙ୍ଗୀବ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଆମାଦେଶରେକ କେଯାମତେବ ଦିନ ଯଥରେତ କରିବେଳ, ଏବ ମଧ୍ୟ କୋଣେ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଶାନ୍ତିର ଦିକେ ଆହୀନ କରେଲା । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଯାକେ ଇଛା ତାକେ ସରଳ ପଥ ଦେଖାନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଆକାଶକେ କୋଣୋ ଧରିଦେଇ ଝୁଟି ଆହା ଉପରେ ଉଠିଯେ ରୋଖେଛେ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଢଂଦୁ ସ୍ଵର୍ଗକ ନିଯୋଜିତ କରରେଛେନ । ଆଜ୍ଞାଇର ହଳୁନେ ଦୟ-ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମୋତାବେକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ସବଳ ବିଷୟ ପରିଦଳନା କରେନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲାର ସାଥେ ସଫଳେର ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଜମିନକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରରେଛେନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଜମିନକେ ପାହାଡ଼ ଛୁପନ କରରେଛେନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଜମିନକେ କରରେଛେନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ମାନୁଷେର ଚିତ୍ତା ଫିକିରେର ଜ୍ଞାନ ବାତ ଦ୍ୱାରା ଦିନକେ ଦେବ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଜାଣେ ନାରୀରା ଗର୍ଭେ କି ଧରଣ କରେ, ତାଓ ଜାଣେନ କି ସ୍ତର ପାଇଁ ଆର କି କମେ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ଦର୍ଭ ବିକିଛିର ଥିବର ଜାଣେନ । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଯାର ଜ୍ଞାନ ଇଛା କରି ବୁଦ୍ଧି କରିବାର, ଆର ଯାର ଜ୍ଞାନ ଇଛା ସଂକୃତ କରିବାର । ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଲା ଆସମାନ ଯାମିନ ସବ

বা প্রকাশ্যে করিব।

আজ্ঞাহ তাঁআলা আকশণ থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত জমিনকে জীবিত করেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা সত্য। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদেরকে জীবন দান করেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদের মৃত্যু দান করেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা সবচিহ্ন উপর সক্ষম। আজ্ঞাহ তাঁআলা কেহিমতের দিন আমাদের বিচার করবেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা অসমান জমিনের নূর- আলো। আজ্ঞাহ তাঁআলা সকল জীবকে পানি থেকে তৈরি করেছেন। আজ্ঞাহর সৃষ্টিজীব কেউ পেতে তর দিয়ে হাঁটে। কেউ দু পা দিয়ে আবার কেউ ঢার পা দিয়ে হাঁটে। আজ্ঞাহ তাঁআলা যাকে যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা মহান আরঝের প্রতিপালক। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদেরকে রিজিক দান করেছেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদের মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন এরপর যৌবনের শক্তি দিয়েছেন। আবার আমাদেরকে বার্ধক্য দারা দুর্বল করে দেবেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা মেঘমালাকে বাততসের দারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যান। আজ্ঞাহ তাঁআলা মেঘ থেকে পানি দারা স্থূত শহরকে জীবিত করেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা মৃত জমিনকে জীবিত করেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা জানেন কার বয়স কত হবে— কে বেশিদিন বাঁচবে আর কে কম দিন। আজ্ঞাহ তাঁআলা নিদ্রা দেন, যা অর্ধ মৃত্যু, আবার তা থেকে জীবিত করেন, জাগ্রত করেন।

আজ্ঞাহ সব জিনিসের সৃষ্টি। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদের প্রশান্তির জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা দিনকে বানিয়েছেন আলোকিত ভাবে। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদের জন্য জমিনকে ছির বানিয়েছেন। আজ্ঞাহ তাঁআলা আমাদের জন্য আকাশকে ছান স্বরূপ বানিয়েছেন। আজ্ঞাহ আমাদের মৃণপর আকৃতি দান করেছেন। আজ্ঞাহ আমাদেরকে পর্বত বিলিক

ଦାନ ବସରେଛେ । ଆଜ୍ଞାହ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ବୁଝାନାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ । ଆଜ୍ଞାହ  
ଆମାଦେର ପ୍ରତି ଖୁବ୍‌ହିଁ ଅନୁଶ୍ରାନୀଳ । ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଳା ଏକ । ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଳା  
ସମ୍ବର୍ଷ କେଉଁ ନେଇ । ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଆମରା ଯଦେଇ ତୁମ  
ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ । ଆଜ୍ଞାହଙ୍କ କୋଣ ସଭାନାଦି ଦେଇ । ଆଜ୍ଞାହ କଥାରେ ସଭାନ ନାନ ।  
ଦେଖନ ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଳା ନିରେ ବିଷୟେ କି ବଳେ । ଆଜ୍ଞାହ ନିରେଇ ତାର  
କଥାମୂଳକ ନିର୍ଜ୍ଞନ ପରିପରାଯେ ଦେଇଥିଲୁ ।

ପ୍ରତିକାଳିକ

أَوْلَيَاً وَهُمُ الظَّاغُونُ يُخْرِجُنَّهُم مِّنَ النَّارِ إِنَّ الظَّالِمَاتِ أُولَئِكَ أَهْمَانٌ فِي الدَّارِ

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لِنَا مِنْ أَذًى مَمْنَعَنَا مِنْ أَذْنَى إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْقِبَلَةِ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ وَمَنْ أَنْهَى  
تَارًا سَمْخَانَهُ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْقِبَلَةِ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ وَمَنْ أَنْهَى

شَهُدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ أُولَئِكَ يَعْلَمُونَ  
أَنَّهُ حَرِيشًا

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
আল্লাহ সাক্ষী দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আর আংগুহ শান্তি-নিরপত্তির আলয়ের প্রতি আহবান জানান এবং যাকে  
ওَاللَّهُ يَنْعُو إِلَيْ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْبِي مَنْ يَشَاءُ إِلَيْ صَرَاطِ  
মুস্টَقِيمٍ  
কুরআন সরলভণ্যা পদচর্চা করতে : উইকিমিডিয়া : ১৫

وَهُوَ الَّذِي مَنَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ وَلَهُمَا أَوْعِنْ كُلِّ الْمُشَعَّراتِ جَعَلَ

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِعِنْدِ عَمَلِ تَرْوِنَهَا شَهَادَتَهُ عَلَى الْعُرْشِ

وَسَعَرَ الشَّمْسَ وَالْمَقْمَرَ كُلَّ يَهْبَرِي الْأَجَلِ مُسْكَنَ بَيْنَ دُرْدَ الْأَمْرِ يُقْصِدُ الْأَكْبَاتِ

أَعْلَمُهُ بِلَاقِهِ رَبُّهُ تُوقَنُ

اللَّهُ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَعْنَوْا يَرْجُوْهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَنَّ الشُّورَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

فِيهَا زُجَّابٌ أَشْرَقُينِ يُعْشِي الْمَبْلَى الْمَهَارَاتِ فِي ذَلِكَ الْكَيْنَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
أَنْجَلَاهُزْ بِيَنِي عَوْنَانِ دَمَّانِ مُحَمَّدْ لَيْلَى كَرْبَلَاءِ حَسَنِ الْمُلَكِيَّةِ

তোমরা সেঙ্গলো দেখ। অতঃপর তিনি আবরণের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়েজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নির্দলনসমূহ প্রকাশ করেন; যাতে তোমরা স্থির পালনকর্তর সাথে সাক্ষাৎ সমষ্টি নিশ্চিত বিশাসী হও।

তিনিই ভূম-লাকে বিস্তৃত করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দই দুই প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিলকে রাজি দ্বারা আবৃত করেন। এভেতে তাদের জনের নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। - রাদ: ২-৭

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْجَادُ وَمَا تَزَدُّدُ كُلُّ شَيْءٍ

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্তধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বার্ধিত হয়। এবং তার কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। - রাদ: ৮

اللَّهُ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرِدُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ

আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিয়িক প্রশংসন করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুক্তি। পার্থিব জীবন পরিকল্পনের শামলে আতি সম্মত হৈ নয়। - রাদ: ২

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لِلْكَافِرِ بِنَعْدَابٍ

তিনি আল্লাহ; যিনি নভেম্বর ও ভূ-ম-স্টেলের সবকিছুর মালিক। কানকেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কর্তৃর আয়াব। - ইব্রাহীম: ২

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْذَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فَيْخَرُ بِهِ مَنْ  
الشَّعَرَاتِ رَزْقًا لَكُمْ وَسَحْرَ لَكُمْ الْفَلَقَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَحْرَ لَكُمْ  
الْأَنْهَارِ

وَسَحْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِرَيْنِ وَسَحْرَ لَكُمُ الْبَيْلَنِ وَالنَّهَارِ  
তিনিই আল্লাহ, যিনি নভেম্বর ও ভূম্বল সূজন করেছেন এবং

আকাশ থেকে পানি বর্ণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফালের রিয়িক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আঙ্গুবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সবুজে ঢলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়েজিত করেছেন।

এবং তোমাদের সেবায় নিয়েজিত করেছেন সূর্যকে এবং দ্রুগকে সর্বনা এক নিয়মে এবং রাজি ও দিবাকে তোমাদের কাজে জাগিয়েছেন।

ইব্রাহীম: ৩২-৩৩

আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা আকাশ কর। -  
নাহাল: ১৯

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فَيْخَرُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَبِيرٌ

لَقُوْفٌ يَمْسَعُونَ

আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ণ করেছেন, তারার জরিনাকে তার শৃঙ্গের পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিয়ম এভেতে তাদের জন্যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। - নাহাল: ৬৫

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُحْكُمُ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْمُوْتَ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্ত এবং তিনি যুতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। - হজ: ৬

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْجَادُ وَمَا تَزَدُّدُ كُلُّ شَيْءٍ

তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন শেই  
বিষয়ে তোমাদের মাঝে ফায়সালা করবেন। - হজ: ৬

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمُلَائِكَةِ رِسَالَةً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَرِيدٍ

আল্লাহ সর্বাঙ্গাতা, সর্ব দ্রষ্টা! - হজ: ৭৫

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَكْنَعٌ نُورٌ كَوْكَبٌ دُرْيٌ يُوْقَدٌ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لَا شَوْقِيَّةٍ

জুজীةِ الرِّجَاجِ كَلْمَهَا كَوْكَبٌ دُرْيٌ يُوْقَدٌ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لَا شَوْقِيَّةٍ  
وَلَا غَوْبِيَّةٍ يَكْدِبُ زَيْنَهَا يُخْبِي دُرْيٌ يُوْقَدٌ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لَا شَوْقِيَّةٍ

ମୁଁ ଯିଶାଏ ଯିପ୍ରସରିବା ଲିଙ୍ଗାସ ଓ ଲିଙ୍ଗବିନ୍ଦୁମାତ୍ରାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପରେ  
ଆଜ୍ଞାହ ନାମରେଣ୍ଟିଲ ଓ ଭୂଷାରେଣ୍ଟିଲ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିର ଉଦ୍‌ଦରଳ ବେଳ  
ଏବନଟି କୁଳଶିଳ୍ପି, ଯାତେ ଆହେ ଏକଟି ପ୍ରଦୀପ, ପ୍ରଦିପଟି ଏକଟି କାଂଚପାତ୍ରେ  
ଛୁପିପାତ୍ର, କାଂଚପାତ୍ରି ଉତ୍ତରାତ୍ମି ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରାତ୍ମି ପାତ୍ରର ଧରିବାରେ ପାତ୍ରକିଳ୍ପିକୁ ଛି  
ତୈଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଳିତ ହୁଏ, ଯା ପୂର୍ବମୁଖୀ ନାୟ ଏବଂ ପର୍ଵତମୁଖୀ ନାୟ । ଆହି କ୍ଷରଣ ନା  
କରିଲେଓ ତାର ତୈଳ ବେଳ ଆଲୋକିତ ହେଉଥାର ନିକଟବତ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିର ଉପର  
ଜ୍ୟୋତିତି । ଆଜ୍ଞାହ ସାଥେ ଇଚ୍ଛା ପଥ ଦେଖାନ ତାର ଜ୍ୟୋତିର ଦିକେ । ଆଜ୍ଞାହ  
ମାନୁଷେର ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିମୁହଁ ବର୍ଣନ କରେନ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାହ ସବ ବିଷୟେ ଜ୍ଞାତ । -

ଶବ୍ଦ: ୩୫

وَاللَّهُ خَلَقَهُ كَذِيْ دَابِيْهِ مَنْ مَلَأَ قَنِيْهُ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمَنْ هُنَّ  
يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْهِ وَمَنْ هُنَّ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ଆଜ୍ଞାହ ଏତେକ ଚଳାନ୍ତ ଜୀବକେ ପାଣି ଦାରା ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ତାଦେର କତକ  
ବୁକେ ତର ଦିଯେ ଚଳେ, କତକ ଦୂରୀ ପାରେ ଭର ଦିଯେ ଚଳେ ଏବଂ କତକ ଚାର ପାରେ  
ଭର ଦିଯେ ଚଳେ; ଆଜ୍ଞାହ ଯା ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରେନ । ନିଶ୍ଚଯିତା ଆଜ୍ଞାହ ସବକିଛୁ  
କରିଲେ ତଥା ତଥା । - ଲକ୍ଷ୍ମୀ: ୪୫

اللهُ الَّذِي خَلَقَهُ لَمْ رَزَقْهُ لَمْ يُبَتِّكُهُ لَمْ يُحِيدْهُ  
لَمْ شُكِّرْهُ مَنْ يَفْعَلُ مَنْ ذَكَرْهُ مَنْ شَيْءٌ مُسْكَنَهُ وَتَحْتَهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ  
اللهُ الَّذِي سَهِّلَ سَهِّلَ تୋମାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ନାରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ଲା ଏବଂ  
ତାରପର କରେଛେ ତୋମାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ । କୋଣ ବସକ ବସି ବସ ପାର  
ତୋମାଦେରକେ ରିଥିକ ଦିଯେଛେ । ଏରପର ତିନି ତୋମାଦେର ଯତ୍ତ ଦେବେନ, ପାରେ  
ଆବାର ତୋମାଦେର ଜୀବନ ଦେବେନ । ତୋମାଦେର ଶରୀକଦେର ମଧ୍ୟ ଏମନ କେନ୍ତ  
ଆହେ କି, ଯେ ଏଞ୍ଜୋଲେର କୋଣ କିଛୁ କରାରେ? ତିନି ପରିବର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତାର  
ଯାଦେର ଶରୀକ କରେ ତା ଥୋକେ ତିନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୱର । ଶରୀର କାମ: ୪୦

اللهُ الَّذِي خَلَقَهُ مَنْ ضَغَّفَ ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَغَرِضَغَ فَوْتَهُ لَمْ جَعَلَ مَنْ

بَغَرِضَغَ صَعْفاً وَشَيْبَهُ يَغْلُبُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيهِ الْقَرِيبُ

ଆଜ୍ଞାହ ତିନିଇ, ଯିନି ଦୂରଳ ଅବଶ୍ୟାନ ତୋମାଦେର ସୃଷ୍ଟି କରେନ ଆର  
ଦୂରଳତାର ପର ଶକ୍ତି ଦାନ କରେନ । ଆବାର ଶକ୍ତିର ଦେଯାର ପର ପୁଣ୍ୟାର୍ଥ  
ଓ ବାର୍ଷକ ଦେନ । ତିନି ଯା ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରେନ ଏବଂ ତିନି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଜିମାନ ।

- ରାମ: ୫୪

اللهُ الَّذِي يَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْدِئُهُمْ فِي سَيِّئَةٍ أَكَمَ ثُمَّهُ اسْتَوَى

عَلَىٰ الْعَرْشِ مَكَانَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَيْنَ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَسْتَأْنَ كَرَوْنَ

ଆଜ୍ଞାହ ସିନି ଲାଭେଶ୍ଵର, ଭୁବନ ପାତ୍ରକିଳ୍ପି ହେବାରେ ପାତ୍ରକିଳ୍ପି ହେବାରେ  
ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ, ଅତଥପର ତିନି ଆରଥେ ବିରାଜମାନ ହରେଛେ । ତିନି  
ବ୍ୟାତିତ ତୋମାଦେର କୋଣ ଅଭିଭାବକ ଓ ସୁପାରିଶକାରୀ ନେଇ । ଏରପରତେ  
ତୋମାର ସୁରବେ ନା? ସିଜାଦ: ୪

وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّيْأَ حَفِيزِيْرَ سَمَحَ بِهِ فَسَقَيَهُ أَنَّ بَلَدِيْ مَيْتَ فَحَيَيَهُ بِهِ

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَذِلِكَ النَّشُورُ

ଆଜ୍ଞାହ ସାଥୀ ସ୍ମେରଣ କରେନ, ଅତଥପର ତେ ବ୍ୟାପାଳା ସମ୍ବାଧିତ କରେ ।  
ଅତଥପର ଆମି ତା ଘର୍ଥ-ଖାଲ୍ଟର ଦିକେ ପରିଚାଲିତ କରି, ଅତଥପର ତାଥାର  
ମେ ଭ୍ରାନ୍ତକେ ତାର ଯତ୍ତର ପର ସଞ୍ଜାବିତ କରେ ଦେଇ । ଏମନିଭାବେ ହବେ  
ପୁଣ୍ୟାର୍ଥାନ । - ଫାତିର: ୯

وَاللهُ خَلَقَهُ مَنْ شَرَابَ شَرَهُ مَنْ نَظَفَهُ شَرَهُ جَعَلَهُ أَزْوَاجًا وَمَنْ تَحْمِلُ مَنْ  
أَثْقَى وَلَا تَنْعِي إِلَيْهِ مَعْلِمَهُ وَمَا يَعْمَرُ مَنْ مَعْمَرٌ وَلَا يَنْقُصُ مَنْ عَمِرَ إِلَيْهِ فِي كِتَابٍ

ଏନَّ دَلِيلَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ

ଆଜ୍ଞାହ ତୋମାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ମାଟି ଥେବେ, ଅତଥପର ବୀର୍ଯ୍ୟ  
ତାରପର କରେଛେ ତୋମାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି । କୋଣ ନାରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ଲା ଏବଂ  
ସଙ୍ଗଠନ ପ୍ରସବ କରେ ଲା; ବିକଟ ତାର ଜ୍ଞାତ୍ସାରେ । କୋଣ ବସକ ବସି ବସ  
ନା । ଏବଂ ତାର ବସନ୍ତ ହାତ ପାର ନା; ବିକଟ ତା ଲିଖିତ ଆଛେ କିତାବେ । ନିମ୍ନ  
ଏଟି ଆଜ୍ଞାହର ପକ୍ଷେ ସହଜ । - ଫାତିର: ୧୧

اللهُ يَكُونُ أَنْكَنْسَ جِبِينَ مَوْتِهِنَا وَالَّتِي لَمَّا تَمَتْ فِي مَنَامَهَا قَيْمِسِلَكَ الْيَقِينِ

قَنَعَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيَدِسِلُ الْأَخْرَى إِلَيْ أَجَلِي مَسَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَكَمَاتِ لِقَوْمٍ

يَتَكَبُّرُونَ

ଆଜ୍ଞାହ ମାନୁଷେର ପ୍ରାଣ ହରଳ କରେନ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ଆର ଯେ ମରେ ନା,  
ତାର ନିନ୍ଦାକାଳେ । ଅତଥପର ଯାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧାରିତ କରେନ, ତାର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ନ ନା

এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নিষিদ্ধ সময়ের জন্যে। নিচ্য এতে চিত্তালীলা লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে। ঘূরা: ৪২

**اللهُ خَالِقُ كُلٍّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلٍّ شَيْءٌ وَكَبِيلٌ**  
আল্লাহ সর্বকিঞ্চির স্থা এবং তিনি সর্বকিঞ্চির দায়িত্ব প্রহণ করেন। ঘূরা-  
২৮  
**وَاللهُ يَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ**

**هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ**  
আল্লাহ ফরহসালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফরহসালা করে না। নিচ্য আল্লাহ সর্বকিছু শনেন, সর্বকিঞ্চি দেখেন। -সূরা ইমরান:২০

**اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الظِّلَّ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالْهَمَارُ مُبْصِرًا إِنَّ اللهَ لَذُو**  
**قَبْلٍ عَلَى الْأَقْسَى وَلَكُمْ آتُكُمْ الْأَقْسَى لَا يَشْكُرُونَ**  
তিনিই আল্লাহ যিনি রাত সুষ্ঠি করেছেন তোমাদের বিশ্বামোর জন্যে এবং দিনকে করেছেন দেখার জন্যে। নিচ্য আল্লাহ মানবদের প্রতি অনুহৃতীল, বিস্ত অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। মুমিন: ৬

**اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قُرَابًا وَالسَّمَاءَ يُبَنَّا وَمَوَرَّكُمْ فَإِنْ هُمْ**  
**صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الظِّبَابِاتِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ**  
আল্লাহ, প্রথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছান এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সৃষ্টির করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিষ্কৃত রিযিক। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ বরকতময়। গাফির: ৬৪

আল্লাহই সতাপছ কিতাব ও ইনসাদের মানবত নাহিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্পর্ক: কেব্যমত নিকটবর্তী। ঘূরা: ১৭

**اللهُ أَطْيَفَ بِعِبَادِهِ بِرَزْقٍ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ**  
আল্লাহ তাঁর বান্দদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরামর্শালী। ঘূরা: ১৮  
**وَكَلَمُهُ تَشْكُرُونَ**

তিনি আল্লাহ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আবস্থান করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশগ্রন্থে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুসৃত তালাশ কর ও তাঁর প্রতি ক্রতজ্জ হও। জাহিয়াহ: ১২  
**শিক্ষা-**১  
উল্লিখিত আয়াতে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেলাম, এর মধ্যে থেকে করেকটি উল্লেখ করা হলো।

আমরা শিখতে পেলাম আমাদের প্রষ্ঠা একজন আছেন। আর তিনি হালেন আল্লাহ। তার সাথে কোনো শরিক নেই।  
**শিক্ষা-**২  
আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা দেখেন। আমরা গোপনে বা প্রকাশে যা কিছু করি সর্ববিকু দেখেন।

শিক্ষা-৩ আমাদের জন আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের শুভু দান করেন। আবার তারই কাছে ফিরে যেতে হবে।  
**শিক্ষা-**৪  
শুভুর পর কেব্যমত দিবসে আল্লাহ তাঁ'আলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

শিক্ষা-৫  
পরিকাল বলতে একটা জগত আছে। শুভুর পর পুনরায় আমাদের উঠতে হবে।  
**শিক্ষা-**৬  
আমাদের বিভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি আল্লাহ তাঁ'আলাই দিয়েছেন।  
**শিক্ষা-**৭

**اللهُ الَّذِي أَنْوَلَ الْكِتَابَ يَا أَعْلَمُ وَأَبْيَدَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاجِدَةَ**  
ৈরিপ

আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি, শক্তি, দুর্বলতা আল্লাহই দিয়েছেন।

শিক্ষা-৮

ইবাদাত উপাসনা ঔরু আল্লাহ তাঁ'আলারই করাতে হবে।

শিক্ষা-৯

আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বানানো যাবে না।

শিক্ষা-১০

আল্লাহর কাছে আস্তরণ করে খাঁটি ঝুঁসলমান হয়ে যাবত্য বরণ করতে হবে।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি...

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদের জন্য আকাশকে হাদ স্বরূপ বানিয়েছেন। জরিনকে বানিয়েছেন বিছানা স্বরূপ। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ণ করেন এবং তা দ্বারা আমাদের খাবারের জন্য ফল ফুট বের করেন।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি মাঝের গতে আমাদের আকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদের হেদয়াতের জন্য কিতাব কুরআন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি তারকাকে আমাদের জন্য অসকার বাতে সম্মুদ্রে দিক নির্দেশক বানিয়েছেন।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি এক বাত্তি (আদম) থেকে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে পানি দান করেন। সেই পানি দ্বারা সবুজ শ্যামল বিভিন্ন জাতের শর্ক বের করেন। বিভিন্ন স্বদের ঘণ্টা ঘূল তেরি করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমাদেরকে পরিষ্কা করার জন্য একে অন্যের উপর মার্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি বৃষ্টি আসার পূর্বেই সুসংবাদ হিসেবে বাতাস পাঠিয়ে দেন, অতঃপর মেঘ থেকে বৃষ্টি দান করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে এক মা বাবা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং আমাদেরকে জেড়িয়া জেড়িয়া সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি রাস্তাগুলকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। সকল ধর্মের উপর দীনকে প্রাকাশ করার জন্য। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে স্থলে বা সাগরে অমণ করান। আল্লাহ হলেন তিনিই

আমাদেরকে নৌকা বা জাহাজের প্রতিবেশ অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আসমান যমিনকে ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে কট্টকু আমাদেরকে করতে পারি।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে বজ্র দেখান যাতে আমরা ভিত্তি ও আশানিত হই।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি বিশাল মেঘমালকে আকাশের নিচে শূণ্যে পরিচালনা করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন সেই পানি আমরা পান করি। সেই পানি থেকে উজ্জিন উৎপন্ন করেন। সেগুলোর মাঝে আমরা পঙ্গ চারণ করি।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি সম্মুদ্রকে আমাদের কাজে লাগিয়ে দেন, প্রেখান থেকে আমরা তাজা মাছের মাংস খেতে পারি। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি সম্মুদ্র থেকে আমাদের ব্যবহারের জন্য অঙ্গকরাদি যেমন মানি-মুক্তা যথরত বের করেন। যাতে আমরা শুকরিয়া আদায় করি।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে প্রবর্গাত্তি, দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি রাত দিনের পারিবর্তন করেন। যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি দুই সম্মুদ্রকে একত্রে পাশাপাশি চলান, একটির পানির সাদ মিষ্টি অপরাধির সাদ লবণাত্ত।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আসমান জমিনের মালিক। যার কোনো সম্ভানাদি নেই, তার সাথে কোনো অংশীদার নেই।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আকাশ থেকে আমাদের রিজিক দান করেন, আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দেখান। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতি দ্বারা তারপর এক ফেঁটা পানি দ্বারা। সেই পানিকে একটি গোশতের তুকরা বানান, এভাবে বিভিন্ন আবর্তনের পর একটি শিশু হিসেবে দুর্যাতে আমাদেরকে বের করেন। এরপর দান করেন যৌবন। অতঃপর পৌছান বার্দকে। এরপর দেন মৃত্যু।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি কোনো কিছু তৈরি করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও' সাথে তা হয়ে যায়।

আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি আসমান জমিনকে পরিবেষ্টনকারী, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আল্লাহ হলেন তিনিই যিনি মুমিনদের অঙ্গের প্রশংসন সৃষ্টি করেন।

ଆଜ୍ଞାତ ହଜେଳ ତିନିଇ ସିନି ଜମିନେର ଭିତରେ ବାହିରେ ଯା କିଛି ଆହେ ସବ  
କିଛି ଜାଣେଲେ । ଆଜ୍ଞାତ ହଜେଳ ତିନିଇ ସିନି ଆମାଦେର ଶାଖେ ଆହେ ।  
ଆଜ୍ଞାତ ହଜେଳ ତିନିଇ ସିନି ଆମରା ଯା କିଛି କରି ସବ କିଛି ଦେଖେଲେ ।  
ଆଜ୍ଞାତ ହଜେଳ ତିନିଇ ସିନି ଆମାଦେର ଉପର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିନ ଅବତିରଣ କରେଲା ।  
ଆମାଦେରଙ୍କ ଅଧିକାର ଥେବେ ଆଲୋର ଦିକେ ନିଯେ ଆସାର ଜନ୍ୟ । ଆଜ୍ଞାତ  
ହଜେଳ ତିନିଇ ସିନି ମାନୁଷେକ ଉତ୍ତମ ଆକୃତିତେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ।  
ଆରୋ ବିଭାଗିତ ଦେଖୁଣ ଆଜ୍ଞାତ ନିଜେ ତାର କାଳାମେ ପାକେ କି ଶୁଣର  
ଭାବେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରେ ଉପାସ୍ତାପନ କରେଛେ ।--

وَهُنَّ أَذْنَىٰ لِأَنَّهُمْ أَنْشَأُوكُمْ وَمِنْ تَفْسِيرِهِ مَا حَدَّثَ عَنْ قَوْمٍ كَوَافِرَهُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنْ رَبِّهِمْ مَا يَرَوْنَ قَالُوا إِنَّهُ مَنْ جَعَلَ لَنَا مِنْ حَلَالٍ بَلْ حَمَّلَنَا مَا لَيْسَ بِحَلَالٍ فَقَالَ رَبُّهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ

فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَكْبَارٍ لِتَقْوِيمِ يَعْمَلُونَ  
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ إِلَيْهِنَّدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ  
তিনিই তোমাদের জন্য নকশপূর্ণ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা খুল ও

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنْ تَفْسِيرٍ وَاجْرَاءٍ فَمُسْتَعْدِرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ تَدْرِي فَصَلَبَنَا  
جَلَّهُرَ الْأَدْسِكَارِ بِرَبِّ الْأَنْوَارِ يَاهُوَ لَهُ تَحْمِيلُ الْأَنْوَارِ | آلَانَآمَ: ٩٧  
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِّنْ تَفْسِيرٍ وَاجْرَاءٍ فَمُسْتَعْدِرٌ وَمُسْتَوْدِعٌ تَدْرِي فَصَلَبَنَا  
نِيدَمَلَنَالْبَلَى بِرَبِّ الْأَنْوَارِ كَبَرَ دِيَرِهِ | آلَانَآمَ: ٩٨  
الْأَيَّاتِ إِلَقُومْ يَفْعَهُونَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَهُنَّ بِهِ بَيَّنَاتٍ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَهُنَّ  
هَلَّهُ تَهَلَّلَنَالْبَلَى بِرَبِّ الْأَنْوَارِ فَلَكَنَّا نَحْنُ أَنْشَأَنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَهُنَّ  
فَلَكَنَّا مِنْ أَعْنَابِ الْأَرْضِيَّوَقَ وَالْمَعْنَانِ مُشَبِّهُهَا وَغَيْرُهَا مُتَبَّهُهَا بِهِ اتَّسْهُوا إِلَيْنَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْأَيَّاتُ لِتَقُولُ مِنْ يَفْهَمُهُنَّ  
 وَهُوَ الَّذِي أَتَشَكَّدُ مِنْ تَقْسِيسٍ وَاجْرَاءٍ فَمُسْتَقْرٌ وَمُسْتَوْدٌ قُدْرٌ فَصَلَبَنَا

তিনিই তোমাদেরকে একব্যাকি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গর একটি  
 হচ্ছে তোমাদের শ্রয়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গঢ়িত ফুল। নিষ্ঠ আমি  
 প্রয়াণাদি বিভাগিত ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্মে, যারা চিন্তা

করে। আলালজামিন: ১-৩

تَبَرَّعَ الْمُؤْمِنُونَ  
كَوْدَى الْمُشْرِكُونَ  
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ يَا الْهَمَدُ لِدِينِ الْحَقِّ لِيُفْلِهَهُ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِ وَلَوْنَ  
أَمَّا مَا فِي الْأَرْضِ فَكُلُّهُ مَنَّا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
تَبَرَّعَ الْمُؤْمِنُونَ  
كَوْدَى الْمُشْرِكُونَ  
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ يَا الْهَمَدُ لِدِينِ الْحَقِّ لِيُفْلِهَهُ عَلَى الْكُفَّارِ كُلِّهِ وَلَوْنَ  
أَمَّا مَا فِي الْأَرْضِ فَكُلُّهُ مَنَّا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَنْتُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّا هُنَّ  
سَبَعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
تِينِينٍ سے سبتا ہیں سُستی کروئے تو ماڈے کے جانے یا کیکھ جانے  
کروئے سے سمات ۔ تارپار تین مالوں پر گ کروئے آکاٹھے اپتی ।  
بھٹکت ۔ تینی تیری کروئے سات آسماں ۔ آوار آٹھ سب بیش روے  
آوارہت ۔ باکارا: ۲۹

**پیغمبر**  
تینیں تومان دے رکے تاں نیدرالنابولی مسخان اور تومان دے رکے جانے  
آکاں ہو کے لامیں کاروں کیلی | چٹا-تارکنا تارکی کارے، یارا  
ٹالنگ دیکے بھج ٹاکنے | -مہمین: ۲۹

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ يُحْرِجُكُمْ طَلْفًا ثُمَّ يَبْلِغُو أَشْكَافَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شَيْئًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ شَيْءًا فَلَا يَعْلَمُونَ

তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দারা, অতঙ্গর শুঁশ্বিন্দু দারা, অতঙ্গর জমাতি রিতি দারা, অতঙ্গর তোমাদেরকে বের করেন পিণ্ডিকরণে, অতঙ্গর তোমরা হৈবেন পদপদ্ম কর, অতঙ্গর তোমরা হৈবেন

وَهُوَ الَّذِي يَرْتَأِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْأَوَّلُ  
تِلْنِي تُّرِنُّ الْبَالِدَيْنِ تَوْرِبَا كَبُرْلَنْ كَرْلَوْنْ پَآپْسَمْبَهُ مَارْخَنَا كَرْلَوْنْ إِرْبَهُ  
تَوْرِبَاهَنْ كُوتْ بِيرْبَيْ سَمَّاچَهَهُ كَرْلَوْنْ كَرْلَوْنْ | شُوكُ : ۲۵

মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বাটি বর্ণন করেন এবং স্থীর রহস্যট  
ভঙ্গিয়ে দেন। তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত ।- ৩৭ : ২৮

وَهُوَ الْذِي فِي السَّمَاوَاتِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ أَكْبِيرُ  
عَلَيْهِ تِينِিই উপাস্য নগেন্দ্র লে। তিনিই তৃতীয়ে। তিনি

পজ্জনক সর্বজলদী। - সংখ্যা ১২২২- ১২১৮

وَهُوَ الَّذِي أَنْوَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُبَدِّدُ أَيْمَانَ مَعَ أَيْمَانِهِمْ  
وَلَكُمْ حُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا  
تِبْيَانِ مُحْمَّدِ النَّبِيِّ الْأَنْبَاطِ الْأَنْجَلِيِّ الْأَنْجَلِيِّ الْأَنْجَلِيِّ الْأَنْجَلِيِّ  
سَأَخْلُقُ أَرْضَكُمْ وَسَأَنْجِلُكُمْ وَسَأَنْجِلُكُمْ وَسَأَنْجِلُكُمْ وَسَأَنْجِلُكُمْ  
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ

أَنْفُرْكُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصَاحِبِاً  
তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত  
তাদের থেকে বিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার  
পর | তোমরা যা কিছু করু. আল্লাহ তা সেখন | ফাততহ: 28

হোَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ إِلَيْهِ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهُرَهُ عَلَى الِّبَيْنِ كُلِّهِ وَلَعَلَّ  
بِاللَّهِ شَهِيدًا  
তিনিই তার বস্তুলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে  
একে অন্য সমষ্টি ধর্মের উপর জয়যুক্তি করেন। সত্ত্ব প্রতিষ্ঠাতারপে আল্লাহ  
যথেষ্ট। - ফাত্তহ: ২৮

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَابِدٌ  
তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং  
তিনি সব বিষয়ে সম্মত পরিজ্ঞাত। হাদীদ: ৭  
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلِيقُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا  
وَهُوَ مَعْلُومٌ أَبْيَانًا كُنْشَطَةً وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ بِصَدِيدٍ  
তিনি নতুন-শৈল ও ভ-শৈল সৃষ্টি করেছেন ত্য দিনে, অতঃপর  
আরবের উপর সমাচীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও  
যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে  
উৎপিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা ফেখানেই থাক।। তোমরা  
যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। - হাদীদ: ৮

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُّاً فَإِمْشُو فِي مَمَّا كَبَحَا وَكُلُّمَا مِنْ رِزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ الْمُشْرُورُ  
তিনি তোমাদের জন্মে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব, তোমরা  
তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিহিক আহার কর।। তাঁরই কাছে  
পুনরজীবন হবে। - মুলাক: ১৫

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ دَرَجَاتٍ  
لِيَبْلُو كُمْ فِي مَاتَّا كُمْ إِنْ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعَقَابِ وَأَنَّهُ لَغَدُورٌ حِيمٌ

তিনিই তোমাদেরকে প্রতিবাটে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অনেকের  
উপর মর্যাদা সমৃদ্ধি করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা  
করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন।। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাঙ্খিত  
এবং তিনি অতঙ্গ ক্ষমাখণ্ডি, দয়ালু। - আনাম: ১৬৫

وَهُوَ الَّذِي يُؤْسِنُ الرِّبَاعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْبَلَ  
سَعْيًا بِثِقَالَ سُقْنَاهُ لِيَكُلُّمَ شَدَّدَ كُرُونَ

তিনিই বাস্তির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাস্টিয়ে দেন। এমনকি যখন  
বায়ুরাশি পানিপুর্ণ মেঘমালা বায়ে আগে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি  
মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বাস্তি ধারা বর্ণ  
করি।। অতঃপর পানি ধারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি।। এমনি তাৰে  
মৃতদেরকে বের কৰব-যাতে তোমরা চিন্তা কৰ।। - আরাফ: ৫৭

تَغْشَاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَأَتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَذَتْ دَعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا أَكْبَرْتْ  
صَاحَاتْ كَنْجَنْ مِنَ الشَّاهَا كَبِيرْ

তিনিই সে সভা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাঝে সত্ত্ব  
থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে শক্তি  
পেতে পারে।। অতঃপর পূর্ণ যখন নারীকে আব্রত করল, তখন সে গভৰ্বতী  
হল।। অতি হালকা গত।। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল।। তাৰপৰ  
যখন বোৰা হয়ে গোল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদেৱ  
পালনকৰ্তা মে, তুমি যদি আমাদেৱকে শুক্ষ ও তল দান কৰ তবে আমৱা  
তোমাৰ শুকৰিয়া আদায় কৰব।। - আরাফ: ১৬

هُوَ الَّذِي يُسَمِّي دَمَهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كَنْتَ فِي الْفَلَقِ وَجَرِيْنَ بِهِ  
بِرِّيْحٍ طَيْبَةٍ وَفَرَّحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِبْيَعٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  
وَقَنْوَانِهِمْ أَجْيَطَ بِهِمْ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ  
كَنْجَنَ مِنَ الشَّاهَا كَبِيرَ

তিনিই তোমাদের অমণ কৰল ছলে ও সাগৱে।। এমনকি যখন তোমরা  
নৌকা সমূহে আৱেহণ কৰলে আৱ তা লোকজগণকে অনুকূল হাতোয়ায় বয়ে  
নিয়ে চলল এবং তাতে তাৱা আনলিত হলো, নৌকাঙ্গলোৱ উপৰ এল তীব্ৰ  
বাতাস, আৱ সৰ্বাদিক থেকে সেঙ্গলোৱ উপৰ দেও আসতে লাগল এবং তাৱা  
জানতে পাৰল যে, তাৱা অবশ্যিক হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল

আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ  
থেকে উদ্বার করে তোলা, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। -  
ইউনুস: ২২

**هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَتَامَىٰ يَسْتَكْنُوا فِيهِ وَالنَّاهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَكَيْكَٰ**

**إِقْوُمٍ يَسْمَعُونَ**

তিনি তোমাদের জন্ম তৈরি করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে  
প্রশংসিত লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্মন করার জন্য। নিঃসন্দেহ  
এতে নিদর্শন রয়েছে সেশব লোকের জন্ম যারা ধ্বনি করে। - ইউনুস: ৬৭

**وَهُوَ الَّذِي حَكَىَ السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَزْنُهُ عَلَىَ النَّهَاءِ**

**لَيَمْفُونَ كَمْ أَنْجَمْهُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيَعْنُ قُلْتُ أَنْكَمْ مَعْوِثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ**

তিনিই আসমান ও জর্মিন হয় দিনে তৈরি করেছেন, তাঁর আবশ্য ছিল  
পানিন উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরিষ্কা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে  
কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে,  
পিণ্ডিয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফেরেরা  
অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট যাদু। - হাদ: ৭

**هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْقًا وَطَمَعًا وَبَشِيشًا السَّحَابَ**

তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান অন্যের জন্য এবং আশাৰ জন্য এবং  
সৃষ্টি করেন ঘন মেঘমালা। - রাদ: ২

**هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْقًا وَطَمَعًا وَبَشِيشًا السَّحَابَ**

তিনি তোমাদের জন্ম আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি  
থেকে তোমরা পানকর এবং এ থেকেই উভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা  
পশ্চাদরণ কর। - লাহল: ১০

**وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَكُوْنَا مِنْهُ لَحْمًا كَرِيًّا وَتَسْتَخْرُجُوا مِنْهُ جَلَبَةً**

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সম্মুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা  
বিনেমাকৃত হোগো মজবুত।

তাজা গোশত থেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয়  
অঙ্গকর। তুমি তাতে ভল্যান সম্মুদ্রকে পানিটিরে ঢলতে দেখবে এবং যাতে  
তোমরা আল্লাহর কৃপা অবেগ কর এবং যাতে তার অন্তর্গত স্থীকার কর। -  
লাহল: ১৪

**وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعَادَ فَلِيَلَّا مَا تَشَكَّرُونَ**

তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অঙ্গকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই  
অঙ্গ কৃতজ্ঞতা স্থীকার করে থাক।

**وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ شُحَشُونَ**

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে  
তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। ফারিনুন: ৭৮-৭৯

**وَهُوَ الَّذِي يُعْجِي وَيُبَيِّثُ وَلَكَ اخْتِلَافُ الْبَلَى وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**

তিনিই তোমাদের প্রতিক্রিয়া সম্ভব করেন এবং দিবা-রাতির বিবরণ  
তারই কাজ, তবুও কি তোমরা বুবাবে না? - ফারিনুন: ৮০

**أَذْيِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخَذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي**

المُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

তিনি হলেন যার রয়েছে নতুন-নতুন ও অন্য-ন্যের রাজত্ব। তিনি কোন  
সজ্ঞান প্রহণ করেননি। রাজত্ব তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক  
বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।

- ফুরকান: ২

**وَهُوَ الَّذِي أَوْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً**

তিনিই স্থীয় বহুমতের প্রাকাশে বাতাসকে সুসংবাদবাহী রূপে প্রেরণ  
করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পরিষ্কার অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি।  
ফুরকান: ৪৮

**وَهُوَ الَّذِي مَرَّ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاثٌ وَهَذَا مَلْحٌ أَبْجَاجٌ وَجَعَلَ**

তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সম্মুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা  
বিনেমাকৃত হোগো মজবুত।

তিনিই সমান্তরালে দুই সম্মুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি বিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি গোনা, বিশাদ; উভয়ের মাঝখালে রেখেছেন একটি অঙ্গরায়, এবংটি দুর্ভেদ্য আড়ল। ফুরকান: ৫৩

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ كُسْبًا وَصَهْنًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

তিনিই পশনি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ষণত, বৎশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। ফুরকান: ৫৪

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَيَّنَةٍ أَيْمَمْ شَهْ إِسْتَوَى عَلَى

الْعُرْشِ الرَّحْمَنِ فَإِمَانًا بِهِ جَبِيدًا

তিনি নেভাম্প্ল, ভূম্প্ল ও এতদুভয়ের অঙ্গরবতী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাচীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়।

الَّذِي يَعْلَمُ الظَّلَى وَالظَّاهَرَ خَلْفَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

যারা অনুসন্ধান প্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতা প্রিয় তাদের জন্মে তিনি রাদি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীল কোপে। - ফুরকান: ৬২

وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمَّ فِي الْأَزْمَامِ كَيْفَ يَسْعَ إِلَيْهِ الْأَهْوَاءِ الْغَيْرِيْدِ الْمَكِيمِ

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাঝের প্রতে, যেমন তিনি সেয়েছেন। তিনি আজ্ঞা আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাপ্রয়ৱশীল, প্রঙ্গনাময়।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْمَسَمَاءَ بَنَاءً وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعُلُوا إِلَيْهِ أَنْدَادًا وَأَنْثَدَتْ مَعْكُومَ

যে পরিবর্ত সভা তোমাদের জন্ম অভিযানকে আদ ঘৰপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সংযোগ করো না। বাস্তুতঃ এসব তোমরা জন। - বাকারা: ২২

উল্লিখিত আয়ত সমূহে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে অনেকগুলো শিক্ষণনীয় বিষয় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে আমরা কর্যকৃতি শিক্ষার কথা উল্লেখ করলাম।

শিক্ষা-১  
আল্লাহ তাঁরালা সর্বাদ আমাদেরকে দেখেছেন। অতএব তার সামনে পাপ কাজ করবা যাবেন।

শিক্ষা-২  
অঙ্গর প্রশান্তি লাগের জন্য আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হতে হবে, মুসলিমান হতে হবে। তাহলেই অঙ্গরে প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। বিশ্বাসী হলে আঙ্গরে শান্তি লাভ হয় না। ব্যক্তিক্রিত হলে আঙ্গরে শান্তি আসে না। আস্তন আঙ্গরে প্রশান্তির জন্য আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সাপে দিই।

শিক্ষা-৩  
দুই সম্মুদ্র একস্থে ঢলে, কিন্তু সাদ ডিম, বরং ভিন্ন এবং এর মধ্যে জাহাজ ঢলে, সে তার ক্ষমতায় ঢলতে পারে না, বরং আল্লাহ পারিচালনা করেন, মানবের অনুকূল করে দেন। এর জন্য প্রয়োজন বেশি করে সকর করা এবং আল্লাহর শক্তি ও নির্দেশনসমূহ দেখ।

শিক্ষা-৪  
আমরা অনেকে মনে করি যান্ত্য প্রাকৃতিক ভাবেই জন্ম দেয়, বড় হয়ে আবার মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু আল্লাহর কালাম পঠেড়ে জানতে পারলাম আমাদের ধারণা ভূল, বরং আল্লাহ তাঁরালাই মায়ের গাত্ত শিখকে প্রতিপালন করেন। নবজাতক শিখ হিসাবে দুনিয়াতে পাঠান, আবার যৌবন দান করেন। অতপর দান করেন বার্ধক্য, এরপর আবার দুনিয়া থেকে নিয়ে যান। এসব কিছু আল্লাহই করেন।

এখন আমাদের প্রয়োজন সেই আল্লাহর উপাসনা করে পরকালের প্রস্তুতি নেয়া। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জিনিস বুবার ও আল্লাহকে চেনার জৈবিক দান করুণ আর্দ্ধন।

শিক্ষা-৫

আমরা অনেকেই মনে করতাম যে গাছপালা শব্দ উঙ্গিদ এমনিই তৈরী হয়, কিন্তু কুবআনের আয়তের দ্বারা আমাদের ধরণা ভুল প্রমাণিত হলো। আয়াতগুলো থেকে জানতে পারলাম ও শিখতে পেলাম, উঙ্গিদ এমনিই

ଆଜ୍ଞାଇ ତା'ଆଳା ଆମାଦେରକେ ଦୁନିଆଟେ ଏମନିଇ ପାର୍ଯ୍ୟନନ୍ତି । ଖାବୋ ଦାବୋ  
ଆର ଫିଟ୍ଟି କରିବୋ, ଏହି ଜଳ ଦୁନିଆଟେ ପାଠାନନ୍ତି । ବର୍ଷ ଆମାଦେରକେ ପାର୍ଥିବେ  
ତିଣି ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଶୁଣି ଆମା କରି । ଏହି କରିବିରୁକୁ ମେଣ ଘୁମିଲାମ  
ଆଜ୍ଞାଇ ତାଳେଭାବେ ଆମାଙ୍କ ବରେ ପରିକଳ୍ପନା ପାସ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରି ।

二

ଶିକ୍ଷା-୭  
ଏଥାନ ଥେବେ ଆର ଏକଟି ଡିଜିଟ ଶିଖିତେ ପେଲାମ ଯେ ରିଜିକ ଆକାଶେ ।  
ଏଥାନେ ଆମାଦେର ଅନେକବେଳ ଏକଟି ଧାରଣା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହଲୋ । ଆମରା  
ମନେ କରତାମ , ରିଜିକ ହଲୋ ନିଜେର କାହେ , ସେ ଯତ ଢେଷ୍ଟା କରବେ , ସେ ତତ  
ରିଜିକ ପାବେ , ତତ ବିଭାଗୀ ହବେ ।  
ଆମରା ଅନ୍ୟଙ୍କ ମାନେ କବି ଅନ୍ତିକ ପରିଶାମ କରିବି ରିଜିକ ପାଞ୍ଜାବୀ

ମାନ୍ଦିର ପାତେମେହି ମାନ୍ଦିର ପାତେମେହି କହିଲା । ଆଖିମାତ୍ର ଯାରା କାଜ କରେ ତାରୀ  
ସବାଦରେ ବିଭାଗୀ ହିତେ । କିନ୍ତୁ ଏମଣାଟିତେ ହୁଏ ନା ।  
ଅନେକ ଆବାର ମନେ କରି ଅନେକ ଲୋକପତ୍ତର କାରଣେ ରିଜିକ ବୈଶ  
ଆସିବେ । ଏ ଧାରା ସଠିକ୍କିହି ହେତୋ ତାହାଲେ ଶିକ୍ଷିତରୀ ବୈବଳ  
କାଟିତେଣା, ଅନେକ ବିଭାଗୀ ଆହେ ଯାରା ଅଣିକିତ, ତାଦେର ଅଧିକେ  
ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟାକି କାଜ କରେ । ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଧାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଁ ଆମାଦେର ଧାରଣା  
ଫୁଲ । ଆଲ୍ଲାହ ଯା ବଳେଛେ ସେଟାଇ ସାଟିକ ରିଜିକ ଆକାଶେ ଆଲ୍ଲାହର କାହେ  
ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ରିଜିକ ଦାନ କରେନ, ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ଦାନ କରେନ ନା । ଆଶ୍ରମ ଆମରା  
ଖାଟି ମୁଲମାନ ହେଁ ଆଲ୍ଲାହର ଇବାଦତ କରେ ତାର ଥେବେ ରିଜିକ ଅବସେଧ

三

ଆମାଦେର ଅନ୍ତେକେର ଧାରଣା ଆମରା ମନେ କରି ଯା କିଛୁ ଦେଖି ଏଥର ଏମନିତାଇ ହୁଁ ଗୋଟେ । ବିଷୟଟି ଏମନ ନଥ୍ ବରଂ ଏଥର ଆଲୋହ ତାଙ୍କାଳୀ ଆମାଦେର ଜଳ୍ପ ସହି କରିବାକୁ ।

**শিক্ষা-৯** তারকা সৃষ্টির কারণ আমরা জানতে পেলাম, সমুদ্রের মাঝে রাতের অঃস্থানে নৌজন জাহাজ দলাদলের জন্য, তারকা দেখে দিক ঠিক করে জাহাজ ঢালক জাহাজ ঢালায় । তারকা দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করেছেন আগভূত তা'আলা । আমন আগভূত নিদানগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করি ।

ଆଜାନ ଆମ୍ବାଇଛି ତୁମ୍ଭକୁ ଦାର କହଣ ।

ପିଲାରୀ

ଅମୁଲିମରା ଯୁଗଳମାନଦେର ରତ୍ନେରୁ ସମ୍ପଦକେବି ଭାଇ । କରଣ ତାରୀ ଆଦମେର ସନ୍ତାନ । ଆର ଆଦମ ହାତ୍ଯା ଥୋକିଇ ଆମରା ସକଳେଇ ଏଷେଛି । ଆର ଆଦମେର ସନ୍ତାନ ହିସେବେ ପିତାର ବାନ୍ଧୁ ସନ୍ତାନେର ମାଝେ ଥାବେ ଥାବଣେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ କିମ୍ବା

ପ୍ରକାଶକ

নিশ্চয় আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন আদম আ., নূহ আ., ইবাহিম আ.,  
ও আলে ইয়ারানকে | নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক | অতএব তারই  
ইবাদত করাতে হবে | এটি সরল পথ |

ନିର୍ମଳ୍ୟ ଯାରା ଆଣ୍ଟାହାକେ ଅଶ୍ଵିକାର କରେ, ଦୁର୍ଲିଖାତେ ଯା କିନ୍ତୁ ଆଛେ ସବ କିନ୍ତୁ ନିଯଂତ୍ର ତାର ଶାପି ଥେବାକୁ ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ଫି ପାବେନା ।  
ନିର୍ମଳ୍ୟ ଆଣ୍ଟାଇ ହେଉ ଓ ସବ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁଏବଂ ଗାଛ ତେରି କରିବାର । ଶେଇ ଗାଛେ

ନିର୍ମଳ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ ହେଲେ ଆଖ୍ଲାହ, ଯିନି ଆସମାନ ଯମିନ ଶୃଷ୍ଟି  
କରେଛେ ।

ନିର୍ମଳ୍ୟ ଆଲୋକ ମାନୁଷକେ ଜୀବନ ଦେଲ ସୃତ୍ୟ ଦେଲ ।  
ନିର୍ମଳ୍ୟ ଆଲୋକ ମାନୁଷେବ ଉପର ଝୂଳନ କରେନ ନା । ବର୍ଷା ମାନୁଷ ନିର୍ଜେନେର  
ଉପର ଝୂଳନ କରେ ।

କିମ୍ବା ଆମଦେର ସାତିପଳକ ସରଦେଖ ସରଜେ ।  
ନିର୍ମଳ ଆମଦେର ହାତିପଳକ ସରଦେଖ ନେଇ । ଅତଥବ  
ନିର୍ମଳ ଆମି ଆଣ୍ଟାଇ ହାଡ଼ ଆର କୋଣୋ ଉପାଶ୍ୟ ନେଇ ।

ନିର୍ମଳ ତୋମାଦେର ଉପର୍ସ ଆଙ୍ଗଳାହକେ ଏକ ଜେଣେ ରାଖ, ତେମରା ଯେ ବିଷୟ  
ଜାନ ନା ତିନି ଯେ ବିଷୟ ଜୁନ ବାଧ୍ୟା ।

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْوَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخِيْبِهِ  
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَكْبَةٍ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ  
أَمْسَكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَاءُمْ يَقُولُونَ

নিচ্য আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং  
নদীতে লোক সম্মুখের ঢলাদলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ  
তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাহিল করেছেন, তা দারা মৃত জমিনকে  
সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জগত।  
আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হৃকুলের  
আসমান ও জমিনের মাঝে বিদরণ করে, নিচয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে  
নিদর্শন রয়েছে বৃক্ষিমান সম্প্রদায়ের জন্য। -বাকারাঃ ১:১৫৮

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوحًا وَآلَّا إِبْرَاهِيمَ وَآلَّا عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আ.) ও ইব্রাহিম (আ.) এবং  
বংশধর এবং এমরানের খালানকে নির্বাচিত করেছেন। -আলে ইমরান: ৭৩

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا في الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَشَّاهِدَ مَعَهُ لَيَفْتَدِيَوْا  
مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْسِمُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা কানফের, যদি তাদের কাছে পথিবীর সম্পদ এবং তৎসূ  
আরও তদন্তপ সম্পদ থাকে আর এঙ্গেলো বিনিময়ে দিয়ে কিমানের শান্তি  
থেকে পরিআল পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কর্তৃত করা হবে  
না। তাদের জন্যে যত্ননাদয়ক শান্তি রয়েছে। -মারযেদা: ৬

إِنَّ اللَّهَ قَاتِلُ الْحَيِّ وَالنَّوْيَ يُبَرِّحُ الْحَيَّ مِنَ الْمُمِيتِ وَمُخْرِجُ الْمُمِيتِ مِنْ

الْحَيِّ ذَلِكَهُ اللَّهُ فَاعْلَمُ

فَالَّذِي الْأَمْبَابِ وَمَحْلِ الْلَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالشَّمَرِ حَسْبًا كَذَلِكَ تَغْيِيرِ

## الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

নিচ্য আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে  
মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ  
অতঃপর তোমরা কোথায় বিভাঙ্গ হচ্ছ?

তিনি প্রভাত রশিয়ার উন্নোবুক। তিনি রাজিকে আরামদায়ক করেছেন  
এবং সূর্য ও চন্দকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাগ্রাম, মহাজনীর  
নির্ধারণ। -আলয়াম: ৯৫-৯৬

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَيَّئَةٍ أَيْمَانَ شَمَاءَ اسْتَنَوْيَ عَلَى  
الْعَوْشِ يُغْشِي الْمَلَائِكَةَ يَظْلِمُهُ كَثِيرًا وَالشَّمْسَ وَالشَّمَرَ وَالشَّمَرَ وَالْجَمْوَرَ  
مُسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَّا تَخْلُقُ وَالْأَمْرُ بِمَبَارِكِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

নিচ্য তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নতোমান্ডল ও ভূমণ্ডলকে  
ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি  
পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দেন্দেভে রাতের  
পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দেৱতা স্বীয় আদেশের  
অঙ্গারী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।  
আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। -আরাফ: ৫৪

إِنَّ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي تَোكَنَ الْكَبَابَ وَهُوَ يَنْبَوِي الصَّالِحِينَ

আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।  
বন্ধুত্ব; তিনিই সাহায্য করেন সংক্রান্তি বাস্তাদের। -আরাফ: ১৯

إِنَّ اللَّهَ أَشَرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمَّا الْفَاجِهَ بِأَنَّ لَهُمْ الْجِنَّةَ

يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغَدَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ الْمُوْلَى فَاسْتَبْشِرُوا بِإِيمَانِهِ الَّذِي

بَأَيْمَنِهِ بِهِ وَذِلِكُ هُوَ الْمُؤْذُ الْعَظِيمُ

ଆଜ୍ଞାହ ଏଣ୍ କରେ ନିଯୋହେଳ ମୁଶଲମାନଦେର ଥେକେ ତାଦେର ଜାନ ଓ ମାଲ ଏହି ମୂଳ୍ୟ ଯେ, ତାଦେର ଜଣ ରହେଛେ ଆଜ୍ଞାତ । ତାର ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଆଜ୍ଞାହର ବାହେଂ ଅତଃପର ମାରେ ଓ ମରେ । ତତ୍ତ୍ଵାତ, ଈଞ୍ଜଲ ଓ କୁରାଅନେ ତିନି ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିକାନ୍ତିତ ଅବିଦଳ । ଆର ଆଜ୍ଞାହର ଦେଇସ ପ୍ରତିକାନ୍ତି ବର୍ଷାଯ କେ ଅଧିକ? ପୁତ୍ରରାଙ୍ ତୋମରା ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ସେ ଜୋନ-ଦେନେର ଉପର, ଯା ତୋମରା କରଇ ତୁର ସାଥେ । ଆର ଏ ହିଲୋ ମହାନ ସାଫଳ୍ୟ । - ତାଙ୍ଗରା: ୧୧୯

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِبِّي وَيُبَيِّثُ وَمَا كُنْدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ନିଶ୍ଚଯ ଆଜ୍ଞାହରେଇ ଜନ ଆସମାନମୁହଁ ଓ ଜୀମିନେର ସାନ୍ଧାଜଙ୍ । ତିନିଇ ଜିଦ୍ଧା କରେନ ଓସୁତ୍ତ୍ର ଘଟିଲା, ଆର ଆଜ୍ଞାହ ବ୍ୟାତିତ ତୋମାଦେର ଜନ କୋନ ସହାଯ୍ୟ କରିବାଓ ନେଇ, - ତାଙ୍ଗରା: ୧୧୯

إِنَّ رَبَّكُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَشِ يَدِيهِ الْأَمْرَ مَا مَهِنَ شَفِيعٌ لِأَمْنَ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَإِنَّهُ دُونَكُمْ أَكْلَاقٌ كَوْنُونَ

ନିଶ୍ଚଯଇ ତୋମାଦେର ପାଲନକର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞାହ ଯିନି ତୈତି କରେହେଳା ଆସମାନ ଓ ଜୀମିନକେ ଛୟ ଦିନେ, ଅତଃପର ତିନି ଆରଶେର ଉପର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେଣ । ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ପାରିଚାଳନା କରେନ କେବଳ ସୁପାରିଶ କରିତେ ପାବେ ନା ତବେ ତୁର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ି ଇନିହି ଆଜ୍ଞାହ ତୋମାଦେର ପାଲନକର୍ତ୍ତା । ଅତେବେ, ତୋମରା ତୁରଇ ଏବାଦତ କର । ତୋମରା କି କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା । - ଇନ୍ତୁମୁ: ୭

إِنَّ اللَّهَ لَا يَلِمُ الْمُسْتَسْمِعَ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ

ଆଜ୍ଞାହ ଜୁଲ୍ମ କରେନ ନା ମାନୁଷର ଉପର, ବରଂ ମାନୁଷ ନିଜେଇ ନିଜେର ଉପର ଜୁଲ୍ମ କରେ । - ଇନ୍ତୁମୁ: ୪୫

إِنْ رَبُّكَ هُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ

ନିଶ୍ଚଯ ଆପନାର ପାଲନକର୍ତ୍ତାଇ ପ୍ରଷ୍ଟା, ସର୍ବଜ । - ହିଙ୍ଗର: ୮୬

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ فَأَعْبُدُهُ وَهُنَّا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ତିନି ଆରଓ ବଳଲେଣ: ନିଶ୍ଚଯ ଆଜ୍ଞାହ ଆମାର ପାଲନକର୍ତ୍ତା ଓ ତୋମାଦେର ପାଲନକର୍ତ୍ତା । ଅତେବେ, ତୋମରା ତାର ଏବାଦତ କର । ଏଟା ସରଳ ପରା ।

إِنِّي أَتَ اللَّهَ كَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَعَبْدُنِي وَقَوْمُ الصَّلَوةِ لَذِكْرِي

ଆମିହି ଆଜ୍ଞାହ ଆମି ବ୍ୟାତିତ କୋନ ଇଲାହ ନେଇ । ଅତେବେ ଆମାର ଏବାଦତ କର ଏବଂ ଆମାର ଘରଗାରେ ନାମାଯ କାହେମ କର । ସୂରା ତୁହା: ୧୪

إِنَّمَا أَمْكَمَ اللَّهُ الَّذِي لَأَهْلَكَهُ أَهْوَ وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهَا

ତୋମାଦେର ଇଲାହ ତୋ କେବଳ ଆଜ୍ଞାହେ, ଯିନି ବ୍ୟତିତ ଅନ କୋନ ଇଲାହ ନେଇ । ସବ ବିଷ୍ୟ ତାହାର ଜ୍ଞାନେର ପରିବିଭୂତ । - ତୁହା: ୯୮

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْزَّبَدَ أَمْمَوْا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ جَمِيعًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ଆଜ୍ଞାହାର ଆଜ୍ଞାହୀର ମାନ୍ୟିବ

ଆମିହି ଆଜ୍ଞାହର ଆମି ବ୍ୟାତିତ କରେ, ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେ ଜାଗାତେ ଦାଖିଲ କରବେନ, ଯାର ତଳଦେଶ ଦିଯେ ନିର୍ବାଳୀ ମୟୂର ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

إِنَّ اللَّهَ يُدْعِعُ عَنِ الْزَّبَدِ أَمْمَوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَوْانِي كَفُورٌ

ଆଜ୍ଞାହ ମୁଖିନଦେର ଥେକେ ପାତ୍ରଦେରକେ ହଟିଯେ ଦେବେନ । ଆଜ୍ଞାହ କୋନ ବିଶ୍ଵାସଧାତ୍ମକ ଅକ୍ରତ୍ତଜ୍ଞକେ ପଛନ କରେନ ନା । - ହଜ: ୧୮

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الْأَيُّوبَ أَمَّا مَنْ صَدَّلَ عَيْنَهُ  
وَسَلَّمَوْ اتَسْلِيمًا

ଆଜ୍ଞାହ ଓ ତୁର୍ମ ଫେରେଶତାଗଣ ନବୀର ପ୍ରତି ରହମତ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଏହି  
ମୁଦ୍ରିତଙ୍କଣ ! ତୋମରା ନବୀର ଜଳେ ରହମତେ ତରେ ଦୋଯା କର ଏବଂ ତାର ପ୍ରତି  
ସାଲାମ ପ୍ରେରଣ କର । ଶ୍ରୀ ଆହସାବ: ୫୬

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْدًا

ନିଷ୍ଠ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ କାହେରଦେରକେ ଲାଗ୍ନତ କରେଛେ ଏବଂ ତାଦେର ଜଣ ଜୁଲାତ  
ଆମ୍ଭନ ପ୍ରକ୍ଷତ ରୋଖେନ । -ଆହସାବ: ୬୪

إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ଆଜ୍ଞାହ ଆସମାନ ଓ ଜମିନେର ଅଦ୍ୟ ବିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାତ । ତିନି ଅଞ୍ଚଳର  
ବିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଓ ସବିଶେଷ ଅବହିତ । -ଫାତିର: ୩୮

إِنَّ اللَّهَ يُمِسِّسُكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُوَّدَا وَيَعِنَ زَانِتَا إِنْ أَمْسِكَهُمَا مِنْ  
أَخِيْمِ بَعْدِ رَاهِنَةٍ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

ନିଷ୍ଠ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ ଆସମାନ ଓ ଜମିନକେ ଛିର ରାଖେନ, ଯାତେ ଟଙ୍କେ ଲା ଥାଯ ।  
ଯଦି ଏଣ୍ଣଲୋ ଟଙ୍କେ ଥାଯ ତବେ ତିନି ବ୍ୟାତିତ କେ ଏଣ୍ଣଲୋକେ ଛିବ ବାଖବେ? ତିନି  
ସହନଶୀଳ, କ୍ଷମାଶୀଳ । -ଫାତିର: ୪୧

إِنَّ اللَّهَ يُنْحِي الْدِيَنَ أَمْنًا وَعِلْمًا اشْتَأْمَاتِ بَنَيَّتْ شَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ وَالْدِيَنَ كَفُرُوا يَمْتَهِنُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالثَّمَادُ مَشْئُوْمٌ أَهُمْ

ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ସଂକର୍ମ କରେ, ଆଜ୍ଞାହ ତାଦେରକେ ଜାଗାତେ ଦାଖିଲ  
କରବେନ, ଯାର ନିଷ୍ଠ୍ୟଦେଶ ନିର୍ବିଲିପିଶମ୍ଭୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଯ । ଆର ଯାରା କାହେବ,  
ତାରା ଭୋଗ-ବିଲାସେ ଘାତ ଥାକେ ଏବଂ ଚତୁଷ୍ପଦ ଜଞ୍ଜର ମତେ ଆହାର କରେ ।

ତାଦେର ବାସଫୁନ ଜାହାନାମ । ଶ୍ରୀ ମୁହମ୍ମଦ: ୧୨

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصَدِيقٍ بِمَا تَعْمَلُونَ

ଆଜ୍ଞାହ ନାତାମାଲ ଓ ଭୂମିଜେର ଅଦ୍ୟ ବିଷ୍ୟ ଜାଗେନ, ତୋମରା ଯା କର  
ଆଜ୍ଞାହ ତା ଦେଖେନ । -ହଜରାତ: ୧୮

إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَبَيِّنِ

ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଲେ ତୋ ଜୀବିକାଦାତା ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ପରାଭାତ ।  
ଜାରିଯାତ : ୫୮

### ଶିକ୍ଷା-୧

ଆମରା ଭାବି ଆମରା ଏମନିତେଇ ଲାଲିତ ପାଲିତ ହୈ ବା ଆମରାଇ ହେଲେ  
ମେହେଦେର ଲାଲନ ପାଲନ କରି । ବିଷ୍ୟଟି ଏମନ ନୟ ବରଂ ଆଜ୍ଞାହ ତାମାଲେ  
ଆମାଦେର ପାତିପାଲକ । ମାଧ୍ୟେର ଗତେ ତିନିଇ ଲାଲନ ପାଲନ କରେନ । ମାଧ୍ୟେର  
କୋଳେ ତିନିଇ ଲାଲନ ପାଲନ କରେନ । ଆସୁନ ଆମରା ସେଇ ପାତିପାଲକେର  
ଉପାସନା କରି ।

### ଶିକ୍ଷା-୨

ଆମରା ମନେ କରି କ୍ଷେତ୍ରେ ଶ୍ୟା ଦାନା ଫେଲେଇ ସେଇ ଦାନା ଥେକେ  
ପାକ୍ଷିତକତବେଇ ଶ୍ୟା ତୈରି ହୁଁ । ଏହି ଧାରଣାଟି ଓ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ।  
ଆଜ୍ଞାହ ନିଜେଇ ବଳେହେନ ତିନି ନିଜେ ହୋଟ ଦାନା ଓ ବଢ଼ ଦାନା ଫାଟାନ ଅତପର  
ହେଲେ ମୃତ ଦାନା ଥେକେ ଜୀବିତ ଗାଛ ତୈରି କରେନ । ସେଇ ଗାହେର ମଧ୍ୟେ ଫଳ ଦାନ  
କରେନ । ଆଜ୍ଞାହେ ମୂରପି ଥେକେ ତିମ ବେର କରେନ, ଆରାର ଡିମ ଥେକେ ଜୀବିତ  
ମୂରପି ବେର କରେନ । ସେଇ ଶକ୍ତିବାନ ଆଜ୍ଞାହକେ ଆମାଦେର ଉପାସ୍ୟ ହିସେବେ  
ଶବ୍ଦ କରାତେ ହୁବେ ।

### ଶିକ୍ଷା-୩

ଆଜ୍ଞାହର କାହେ ଦୁନିଆର କୋଣୋ ମୂଳ୍ୟ ନେଇ କାରଣ ଆଜ୍ଞାହକେ ଅନ୍ଧିବାର  
କାରିରା ସାଦି ପୁରୋ ଦୁନିଆର ପରିବାରେ ମୁକ୍ତି ପେତ ଚାଯ ତାହାଲେ ତା ପାରବେ ଲା ।

### ଶିକ୍ଷା-୪

ଆଜ୍ଞାହ ସର୍ବଜ୍ଞ, ମାନ୍ୟ ଯେ ସବ ବିଷ୍ୟେ ଅଞ୍ଜ, ଆଜ୍ଞାହ ସେବ ବିଷ୍ୟେ  
ଜାଗେନ ।

### ଶିକ୍ଷା-୫

ଆମାଦେର ଉପର୍ଯ୍ୟ ଏକଜନ ତିନି ହଲେନ ଆଣ୍ଟାଇ ତିନି ଆଣ୍ଟା ଆର କୋଣୋ ଉପର୍ଯ୍ୟ ଗେହୁ ଆତାବ ଅଧିକରଣରେ କଣ୍ଠ ଆଣ୍ଟାଇ ଇବାଦତ କରିଛନ୍ତି ହବେ ।

ଆଣ୍ଟାଇ ମୁଖିନଦେରକେ ଜାଗାତ ଦେବେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗାତ ପେଣେ ହଲେ ଶିଖିନ  
ଶିଖିକା-୩  
ଆଣ୍ଟାଇ ସ୍ଵର୍ଗିନିଦେବ ଆବିଭାବକ । ଆଣ୍ଟାଇ ସଦି କାବ୍ରୀ ଅବିଭାବକ ହେଁ ଯାଏ  
ଆଣ୍ଟାଇ ମୁଖିନଦେବ ଆବିଭାବକ । ଆଣ୍ଟାଇ ଚିତ୍ରାଇ ନେଇ । ଆଣ୍ଟାଇ ଆମାଦେର ଅବିଭାବକ ହେଁ  
ଆଣ୍ଟାଇ ସ୍ଵର୍ଗିନିଦେବ ଆବିଭାବକ । ଆଣ୍ଟାଇ ଯାଏନ ।

一

ଅଳ୍ପାତ୍ମକ ଜଣା

পূর্ব পশ্চিম আঙ্গোহর জন্য । যত দিক আছে সব আঙ্গোহর । দিকের সংষ্ঠা  
অঙ্গোহর অঙ্গোহর অঙ্গোহর অঙ্গোহর জন্মিনে যা কিছু আছে সব আঙ্গোহর । আসমানে এই  
সময়ে, দান কর্য পশ্চপাত্র গাহপাত্র, মান ইত্যাদি যা কিছু আমরা দেখে যা  
কিছু আছে সব কিছুর মাঝে যা কিছু আছে সব  
পারে না । আসমান জীবনের বাজ্ঞাত আঙ্গোহর । এর মাঝে যা কিছু আছে সব  
সব জীবন আঙ্গোহর ক্ষেত্রগতে । তার ক্ষেত্রগত বাহ্যিক ক্ষেত্র পার্কটি  
চূক্ষকে দেখে, যাতে ইচ্ছা প্রাপ্তি দেখেন । আঙ্গোহর সব বিষয়ে সক্ষম ।  
কিন্তু উপর আঙ্গোহর বাজ্ঞা ।

অঙ্গোহৰ সূপৰ সূপৰ নাম বয়েছে ।  
অসমান ভৰ্মিনে যা কিছু আছে সব আলোহৰ সেজদা কৰে ।  
শেজদা কৰে । আলোহ ধনী ।  
এ বিষয়ে আরো বিজ্ঞারিত জানাৰ জন্য লিখেৰ আয়তঙ্গলো ভালো কৰে  
পুনৰ এবং দোকাৰ চেষ্টা কৰণ । ---

وَلِكُلِّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ فَإِنَّمَا تُؤْلَى فَتَحَرَّجُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِ  
پূর্ব ও পশ্চিম আলোরই । অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আলো বিয়জ্ঞান। নিচয় আলো সর্বাবগ্রী, সর্বজ্ঞ । -

**يَسْأَلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ كَوْنُ تَبْدِيلِهِ أَوْ تَحْفُظِهِ**

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତପ୍ରକାଶନ ପରିଚୟ  
ଅଞ୍ଜଳିଏ ପୁଣ୍ୟଦେଖିବେ ଭାଗୀତ ପେବେନ | ଅର୍ଥ ଆଖିତ କାହାତ କାହାତ  
ଯା କିନ୍ତୁ ଆକାଶମୁହଁରେ ବର୍ଯ୍ୟେତେ ଏବଂ ଯା କିନ୍ତୁ ଜମିନେ ଆହେ, ସବ  
ଆଜ୍ଞାଏ ଆଜ୍ଞାଏ ପାକା ମୁଖିନ ମୁଖଲମ୍ବାନ ହେଁ ଜାଗାତ  
ଯା ଯା ଓତ୍ତୋର ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଦାନ କରନ୍ |

۹

**وَلِلّٰهِ عَلٰىٰ فِي السَّمَاوٰتِ وَعَلٰىٰ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ أَعْلَمُ بِالْأَوْجَادِ إِذَا  
أَنْتَ تُحْكِمُ عَلٰىٰ فِي الْأَوْجَادِ**

ଆର୍ ଯା କିନ୍ତୁ ଆସମାନ ଓ ଜମିନେ ରୁହେଛେ ଶେ ସବରୁ ଆଣ୍ଟାହର ଏବଂ  
ଆର୍ ଯା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଇ ସବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନଶିଳ । - ଆଗ୍ନି ଇମାରାନ୍ : ୧୦୫

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ بِمَا يَشَاءُ وَيَعْلَمُ بِمَا يُشَاءُ

وَاللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ

ଆର ଯା କିଛୁ ଆସମନ ଓ ଜୀବନେ ରଖେଛେ, ଶେଷବ୍ୟ ଆଣ୍ଟାହିଁ । ତାଣ  
ଯାକେ ଇହା କରବେଳ, ଯାକେ ଇହା ଆସବ ଦାନ କରବେଳ । ଆର ଆଣ୍ଟାହ

କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী । -আগে ইমরান: ১৮৯

**وَلِكُلِّ هَمَّافِيْ<sup>٣</sup> السَّمَاوَاتِ وَهَمَّافِيْ<sup>٣</sup> الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ<sup>٤</sup> مُحِيطًا**

ନିମ୍ନାମାନଙ୍କରେ ଏହା କାହା ଆଜାନୀକର ଯାଏଗି ବଳସେ ।

وَالْكَافِ، إِنَّمَا تَتَكَبَّرُ أَنْفُسُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

**قَبْلَكُمْ وَإِنَّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِلَهٌ وَلَا إِلَهَ إِلَّا إِنَّمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي**

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا.

আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে সবই আল্লাহর। বঙ্গুৎসুঁ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী এষ্টের অধিকারীদেরকে এবং তেমনদেরকে মেন তেমরা সবাই তব করতে থাক আল্লাহ তাঁ আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেন্না, সে সবকিছুই আল্লাহ তাঁ আল্লার যা কিছু রয়েছে আর আল্লাহরই জমিনে। আর আল্লাহরচেছেন অভিবৃত্তি, প্রসংশিত। আর আল্লাহরই জন্মে সে সবকিছু যা কিছু রয়েছে আসমান সম্মুহে ও জমিনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক। - নিম্ন: ১৩১-১৩২

يَلِهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

নভোমঞ্চল, ভূমঞ্চল, এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সরকিছুর অধিপতি আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। - মায়েদা: ২১০

وَلِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَبِّيحُوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উভয় নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাক। আর তাদেশকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতক্ষেত্র ফলশ্রীষ্ট পাবে। - আরাফা: ১৮০

وَلِهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْوَالُ كُلُّهُ فَإِغْمَدُوهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَفَافٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর কাজেই আছে আসমান ও জমিনের পোপন তথ্য; আর সবকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বাসগী কর এবং তাঁর উপর ভরসা রাখ, আর তেমনদের কার্যকলাপ সফরে তোমার পালনকর্তা কিশোর বে-খবর নন। - হৃদি: ১৩২

وَلِهِ يَسْجُدُ مَنِ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ وَكَوْنُهَا وَظَاهِرُهُمْ بِالْفُرُّ وَالْأَصَالِيِّ.

আল্লাহ আণিজ্য এবং তাদের প্রতিজ্ঞা ও সকাল-সধার্য। - রাদা: ১৫  
অথবা আণিজ্য এবং তাদের প্রতিজ্ঞা ও সকাল-সধার্য।

وَلِهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَنْجِدُونَ.

আল্লাহকে সেজনা করে যা কিছু নভোমঞ্চলে আছে এবং যা কিছু ভূমঞ্চলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। - নাহান: ৪৯

وَلِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ الْمُصِيبُونَ.

নভোমঞ্চল ও ভূমঞ্চলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। - নূর: ৪২

الْمَقَابِلُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْذِينَ كَفَرُوا يَا يَاهِ اللَّهُ أَوْلَئِكَ هُمْ

الْمَسْؤُونُ.

আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অধিকার করে, তাঁরই ক্ষতিগ্রস্ত। - যুমার: ৭৬

يَلِهَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّهُ وَيَهْبِطُ لِمَنْ يَشَاءُ الْذُكْرُ.

নভোমঞ্চল ও ভূমঞ্চলের বাজত্ব আল্লাহ তাঁ আল্লারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কর্মা-সভান এবং যাকে ইচ্ছা পূর্ব সভান দান করেন। - নূর: ৪৯

وَلِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُؤْرِكُ تَشْوُمَ السَّاعَةِ يُؤْمِنُ يَسْخُرُ

المُبِطِلُونَ.

নভোমঞ্চল ও ভূমঞ্চলের বাজত্ব আল্লাহ তাঁ আল্লারই। বেদিন কেবলমাত সংবিটি হবে, সেদিন নিখ্যাপক্ষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। - জাহিরাহ: ২৭

فِلِهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْأَعْلَمَيْنَ.

অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ-ই প্রাপ্ত্যসা। জাহিরাহ: ৩৭  
নভোমঞ্চলের পালনকর্তা আল্লাহ-ই প্রাপ্ত্যসা।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

নভোমঞ্চলে তাঁরই প্রোরব। - জাহিরাহ: ৩৭  
প্রজাময়। - জাহিরাহ: ৩৭

وَلَهُ جُمُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَيْرِ بَاقِيًّا حَكِيمًا.

নভোমঞ্চল ও ভূমঞ্চলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরামর্শালী, প্রজ্ঞাময়। ফাতাহ: ৭

وَلَيْهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ

اَنْعُوْدُ اَرْجِيْمَا.

নভোমশ্লে ও তৃতীয়শ্লের বাজ্রাত আঙ্গাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং নিজেকে ক্ষমার ঝোগ্য বলাহী আঙ্গাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। আঙ্গাহ তাকে শান্তি দেন, যার

-ফাতহ : ১৪

وَلَيْهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَعْزِي الَّذِينَ أَسْأَوْا بِمَا كَوَافُوا

وَيَعْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا حَسَنُوا.

নভোমশ্লে ও তৃতীয়শ্লে যা কিছু আছে, সবই আঙ্গাহ য, যাতে তিনি মৃ

শিক্ষা-১

কর্মদেরকে কর্তৃত প্রতিষ্ঠান দেন এবং সংকৰণদেরকে দেন তাঙ  
শব্দ। -নাজর: ১০

শিক্ষা-২

আমরা উদাসীন অবস্থায় ঘোরাফেরা করছি কিন্তু আমাদের জন্ম ছিলো  
দেখুন সাপ সোজারাত। গরু ছাগল বংকু অবস্থায়। মানুষ কিয়াম অবস্থায়,  
গাছপালার পাতাসূত মাথাকে নিয়ের দিকে, ডালপালে সোজারাত অবস্থায়।  
অতএব আমাদের উচিত আমরা সর্বদা আঙ্গাহর সামনে সোজাদা করব।

শিক্ষা-৩

আঙ্গাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা শান্তি দেন। এখন  
আমাদের চেষ্টা করতে হবে আঙ্গাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করবে। বিক্ষেপ  
হলো তার কাছে যে ফিরে যাবো! তার জন্য আমাদের কী প্রস্তুতি আছে?  
আমন আমরা মুসলমান হওয়ে আঙ্গাহর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই।

শিক্ষা-৪

আঙ্গাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে হবে আঙ্গাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করবে। আর  
ক্ষমা করার ইচ্ছা তখনই হবে যখন আমরা আঙ্গাহকে খুশি করতে পারবো।  
আঙ্গাহকে খুশি করার পদ্ধতি হলো বাস্তুলাহ সাজালাহ আলইহি ওয়া  
সালামের আনুগত্য করা।

আসুন আমরা বাস্তুলাহ সাজালাহ আঙ্গাহ করে নেয়া সাজাদের আঙ্গাহ  
করে আঙ্গাহকে খুশি করি এবং নিজেকে ক্ষমার ঝোগ্য বলাহী আঙ্গাহ  
আমাদের উপর বাজ্রা হয়ে ক্ষমা করে দেন।

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শান্তি দেন। আঙ্গাহ তাকে শান্তি দেন, যার  
উপর তিনি বাজ্রাজ হল। আঙ্গাহ একটি লোকের উপর বাজ্রাজ হল যা যা  
আঙ্গাহকে বিশ্বাস করে না আঙ্গাহ ছাড়া আন্য করতেক উপরস্থ হিসাবে ছাই।  
করে, শিখক করে।

আসুন আমরা শিখক থেকে বাচি, আঙ্গাহকে বিশ্বাস করি, মুশলমান  
হয়ে আঙ্গাহের শান্তি থেকে মুক্তি পাই। আঙ্গাহ আমাদের সর্বক পথের সম্মান  
দিন। আমিন।

শিক্ষা-৫

সবকিছুর উপর আঙ্গাহর বাজ্রাত, টাঁদের ওপর বাজ্রাত আঙ্গাহ। সবৈর  
ওপর বাজ্রাত আঙ্গাহ তাঁদালার। দনিয়ার কোনো বাজ্রাত সেখানে বাজ্রাত  
করতে পারে না। বাতাসের ওপর বাজ্রাত আঙ্গাহর, আমরান জমিনে যা কিন্তু  
আছে সবকিছুর উপর বাজ্রাত দলে আঙ্গাহ।

শিক্ষা-৬

আঙ্গাহর সুন্দর সুন্দর নাম বর্ণেছে। আঙ্গাহর ৯৩টি শুনগত নাম  
বর্ণেছে। এই নাম পড়ে যারা আঙ্গাহর কাছে দু'আ করবে আঙ্গাহ তাদের  
দু'আ করবল করবেন।

আমরা উদাসীন অবস্থায় ঘোরাফেরা করছি কিন্তু আমাদের জন্ম ছিলো

যে, আমাদেরকে আবার আমাদের প্রভুর দিকে ফিরে যেতে হবে। বিক্ষেপ  
হলো তার কাছে যে ফিরে যাবো! তার জন্য আমাদের কী প্রস্তুতি আছে?  
আমন আমরা মুসলমান হওয়ে আঙ্গাহর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই।

আঙ্গাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে হবে আঙ্গাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করবে। আর

ক্ষমা করার ইচ্ছা তখনই হবে যখন আমরা আঙ্গাহকে খুশি করতে পারবো।  
আঙ্গাহকে খুশি করার পদ্ধতি হলো বাস্তুলাহ সাজালাহ আলইহি ওয়া  
সালামের আনুগত্য করা।

ପ୍ରକାଶନ  
ବିଭାଗ

এই নামসমূহের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনায় আঙ্গুহ তামালাৰ উল্লিখিত

وَتَسْعُونَ إِنَّمَا مِنْ حَفْكَهَا دَخْلُ الْجَنَّةِ وَإِنَّ اللَّهَ وَنَبِيُّهُ يُحِبُّ الْأُثْرَ . وَفِي رِوَايَةِ أَبْنَى أَبْنَى عَمَّرَ " كَمْ أَحْسَلَهَا " .

অর্থাৎ, আলাহ তাত্ত্বালীর ৯৯টি নাম আছে; শেষগুলোকে মুখ্যকরী  
ব্যক্তি জনানতে প্রবেশ করবে। যেহেতু আল্লাহ তাত্ত্বালী বিজোড় (অর্থাৎ,  
তিনি একক, এবং এক একটি বেজোড় সংখ্যা), তিনি বিজোড় সংখ্যাকে  
ভালোবাসেন। আর ইবনে উমরের বর্ণনায় এসেছে যে, (শুক্রগুলো হলো)  
যে বক্তি শেষগুলোকে পার্দনে" [৪]

କରିଅଣେର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ'ର ଗୁଣସାଧକ ନାମଶ୍ଵରକେ ଶୁଦ୍ଧରତ୍ୟ ନାମଶ୍ଵର,  
ବବେଳେ ଉତ୍ତେଷ୍ଠ କରି ହେବେ । (ନିଷ୍ଠ-ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଖିଲୁ ସ୍ତରୀ ଆଜି ଆରାଫ ୭:୧୮୦,  
ବଚି-ଇମରାଙ୍ଗଳ ୧୯:୧୧୦, ପ୍ରେସ୍-ଏ ୨୦୮, ଆଜି ହାର୍ଷି ୫୯:୨୪) ।  
କରିଅଣେ ପ୍ରାଣ ଆଲ୍ଲାହ ର ୯୯ଟି ନାମ

আমারবীটে বর্ণিত অনুবাদ (আলেচ বিষয়বস্তুর উপর অর্থ নির্ভরশীল)

- ১১ আল-লাতীফ, সকল-গোপন-বিষয়ে-অবগত |  
 ১২ আল-খান্দির, সকল ব্যাপারে জ্ঞাত |  
 ১৩ আল-হালীম, অত্যত বৈর্যশীল |  
 ১৪ আল-আ'জীম, সর্বোচ্চ-মর্যাদশীল |  
 ১৫ আল-গফুর, পরম ক্ষমাশীল |  
 ১৬ আশ-শাকুর, উৎগ্রাহী |  
 ১৭ আল-আ'লিইউ, উচ্চ-মর্যাদশীল |  
 ১৮ আল-কাবিরে, সুমহান |  
 ১৯ আল-হাফীজ, সংরক্ষণকারী |  
 ২০ আল-বুকীত, সকলের জীবনেপক্ষরণ-দানকারী |  
 ২১ আল-সিসিব, হিসাব-প্রহণকারী |  
 ২২ আল-জালীল, পরম মর্যাদার অধিকারী |  
 ২৩ আল-করিম, সুমহান দাতা |  
 ২৪ আর-রহিব, তত্ত্঵বধায়ক |  
 ২৫ আল-মুজীব, জৰ্বা-ব-দানকারী, ক্রমকারী |  
 ২৬ আল-লিজিব, সর্ব-ব্যাপী, সর্বত্ব-বিবাজমান |  
 ২৭ আল-হকীম, পরম-প্রজ্ঞাময় |  
 ২৮ আল-ওয়াদুদ, (বান্দাদের প্রতি) সদয় |  
 ২৯ আল-মাজীদ, সকল-মর্যাদার-অধিকারী |  
 ৩০ আল-বাইচ, পুনরজীবিতকারী |  
 ৩১ আশ-শাহীদ, সর্বজ্ঞ-ষাক্ষী |  
 ৩২ আল-হাকু, পরম সত্য |  
 ৩৩ আল-ওয়াকিল, পরম নির্ভরযোগ্য কর্ত-সম্পাদনকারী |  
 ৩৪ আল-কৃতইউ, পরম-শক্তির-অধিকারী |  
 ৩৫ আল-মাতীন, সুদৃঢ় |  
 ৩৬ আল-ওয়ালিইউ, অভিভাবক ও সাহায্যকারী |  
 ৩৭ আল-হামিদ, সকল প্রশংসন অধিকারী |  
 ৩৮ আল-মুহসী, সকল সৃষ্টির ব্যপারে অবগত |  
 ৩৯ আল-মুব্দি, প্রথমবাব-সৃষ্টিকর্তা |  
 ৪০ আল-মুট্টদ, পুনরায়-সৃষ্টিকর্তা |  
 ৪১ আল-মুহায়া, জীবন-দানকারী |

- ৪২ মিদিত আল-মুবীত, মৃত্যু-দানকারী |  
 ৪৩ আল-হাইয়া, চিরঙ্গীব |  
 ৪৪ আল-বুইয়ুম, সমস্ত ক্ষিতুর ধারক ও সংরক্ষণকারী |  
 ৪৫ আল-লো-জিদ, অফুরন্ত তা-স্থারের অধিকারী |  
 ৪৬ আল-মাজিদ, প্রেষ্ঠের অধিকারী |  
 ৪৭ আল-ওয়াহিদ, এক ও অধিতীয় |  
 ৪৮ আল-আছ-হুমাদ, অব্যুক্তিপক্ষী |  
 ৪৯ আল-কাবির, সর্বশক্তিমান |  
 ৫০ আল-মুক্তাদিব, নিরঙ্গশ-সিদ্ধান্তের-অধিকারী |  
 ৫১ আল-মুক্তিদিম, অঙ্গসরক |  
 ৫২ আল-মুক্তির, অবকাশ দানকারী |  
 ৫৩ আল-আউয়াল, অনাদি |  
 ৫৪ আল-আখির, অনন্ত, সর্বশেষ |  
 ৫৫ আজ-জাহির, সম্পূর্ণ বৃক্ষ-প্রকাশিত |  
 ৫৬ আল-বাতুল, দৃষ্টি হতে অদ্য |  
 ৫৭ আল-বালেন, আল-ওয়ালি |  
 ৫৮ আল-মুতাআলি, সৃষ্টির শুনাবলীর উদ্দেশ্য |  
 ৫৯ আল-বার, পরম-উপকারী, অঙ্গহৃষীল |  
 ৬০ আত-তাওয়াব, তাওবার তাত্ত্বিক দানকারী এবং  
 কর্মকরী |  
 ৬১ আল-মুণ্ডাক্ষিম, প্রতিশোধ-গ্রহণকারী |  
 ৬২ আল-আফত, পরম-উদার |  
 ৬৩ আব-র-বুরফ, পরম-স্তোত্র |  
 ৬৪ মালিরকুল-মুলক, সমগ্র জগতের বাদশাহ |  
 ৬৫ দ্বু ঝু-জালালি-ওয়াল-ইকবাম, মহিমাত ও  
 দয়বান সত্তা |  
 ৬৬ আল-মুবিসত, হকদারের হক-আদায়কারী |  
 ৬৭ আল-জামিই, একেবকারী, সমবেতকারী |  
 ৬৮ আল-গাণিই, অব্যুক্তিপক্ষী ধনী |  
 ৬৯ আল-মগানিই, পরম-অভিব্যোচনকারী |  
 ৭০ আল-মানিই, অকল্পনারেখক |

১১ আয়-ফর, ফটিস ধনকারী |  
 ১২ আল-নাফি' , কল্যাণকারী |  
 ১৩ আল-নূর, পরম-আলো |  
 ১৪ আল-হাদী, পথ-প্রদর্শক |  
 ১৫ আল-বাদী' , অতুলনীয় |  
 ১৬ আল-বাকী, চিরঙ্গারী, অবিনশ্বর |  
 ১৭ আল-ওয়ারিস' , উত্তরাধিকারী |  
 ১৮ আর-রশীদ, সঠিক পথ-প্রদর্শক |  
 ১৯ আস-সবুর, অত্থধিক প্রয়োজনকারী |

১৫ দ্বিতীয় আল্লাহ' , অতুলনীয় |  
 ১৬ আল-বাকী, চিরঙ্গারী, অবিনশ্বর |  
 ১৭ আল-ওয়ারিস' , উত্তরাধিকারী |  
 ১৮ আর-রশীদ, সঠিক পথ-প্রদর্শক |  
 ১৯ আস-সবুর, অত্থধিক প্রয়োজনকারী |

### শিক্ষা-৭

ফেরেন্টা ও পশ্চ-পাখি আল্লাহর সেজদা করে |  
 হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলুন সকল রাজত্বের মালিক  
 হলেন আল্লাহ | তিনি হলেন সবচল পরিচয়ের অধিকারী বাদশাহ বাদশাহ | তিনি যাকে ইচ্ছা  
 বাদশাহী দান করেন, যাকে ইচ্ছা স্থান দান করেন, যাকে ইচ্ছা লাঙ্ঘত  
 করেন |

বলুন সকল প্রশংশা মহান আল্লাহর যার কোনো সত্ত্বাদি নেই | এবং  
 তার রাজত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো শরিক বা অংশীদার নেই |

বলুন আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন |

বলুন আল্লাহই তৈরি করেন, তার কাছেই কিরে যেতে হবে |  
 বলুন আল্লাহ এক | আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন | তার সমকক্ষ কেউ  
 নেই |

বলুন আল্লাহ.....

শিক্ষা-৮

قُلِ الْهُنَّ مَالِكُ الْأَمْوَالِ تُؤْتِي الْأَمْوَالَ مَنْ شَاءَ وَتُنْعِي الْأَمْوَالَ مَمَّنْ شَاءَ  
 وَتُنْعِي مَنْ شَاءَ وَتُنْعِي مَنْ شَاءَ بِسْمِكَ الْحَمْدِ إِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُونَ .

রাজত্বের মালিক গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র নয়, বরং রাজত্বের মালিক হলেন  
 আল্লাহ | তিনি সকল বাদশাহুর বাদশাহ |

বলুন ইয়া আল্লাহ ! তিনি সবচল শাস্তির অধিকারী | তুম যাকে ইচ্ছা  
 রাজত্বেন কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও এবং যাকে  
 ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পাতিত কর | তোমারই  
 হাতে বর্যাচ্ছে যাবতীয় কল্যাণ নিচয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল | -আলো  
 ইব্রাহিম: ২৬

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَنَعَّمْ وَلَكَ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْأَمْوَالِ وَلَمْ  
 يَكُنْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الظَّلَالِ وَكَبِرْتَ شَيْءًا .

বলুন: সমস্ত প্রশংশা আল্লাহর যিনি না কোন সত্ত্বান রাখেন, না তার  
 সাবচলভীমত্বে কোন শরিক আছে এবং যিনি দুর্মাছত্ব হন না, যে কারণে  
 তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে | সুন্দরাং আপনি স-সন্ত্বে  
 তাঁর মাহাত্ম বর্ণনা করতে থাকুন | -বনী ইসরাইল: ১:১

قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا بَثَوْا لَهُ عَبْيَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمَعُ  
 لَهُمْ مِنْ دُنْدِبِهِمْ وَلِيٌ وَلَا يَشْرِيكُ فِي حَمْدِهِ أَحَدٌ .

বলুন: তরা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই আলো জানেন |  
 নগেন্দ্রাল ও তৃতীয়ের অদ্যুৎ বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে | তিনি  
 কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন | তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কেবল  
 সাহায্যকারী নেই | তিনি কাউকে নিজকত্বে শরীক করেন না | -কাহাফ:  
 ২৬

قُلْ هُوَ الَّذِي أَشَأَكُمْ وَجْهَكُمُ الْمَسْنَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعَادَ قَدِيلًا مَا  
 تَشَكُّرُونَ .

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي مُتَّخِذٌ  
 অস্তর | তোমরা অঙ্গই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর |  
 বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পূর্বীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই  
 কাছে তোমরা সমবেত হবে | - সুলক্ষণ: ২০-২৪

শিক্ষা-১

রাজত্বের মালিক গণতন্ত্র বা রাজতন্ত্র নয়, বরং রাজত্বের মালিক হলেন  
 আল্লাহ | তিনি সকল বাদশাহুর বাদশাহ |

শিক্ষা-২

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাঁ আল্লার, তিনিই সকল নেয়ামত দান করেন। মানবের প্রশংসা করা স্টোর আল্লাহর প্রশংসা।

শিক্ষা-৩

আল্লাহ ক্ষেত শর্য উৎপাদন করেন। মানবকে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তাঁ আল্লা আমদেরকে তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নেওয়ার তৌফিক কান করুন। আমিন।

### الْمُحَمَّدُ يَرْبِّي الْعَالَمِينَ.

الْمُحَمَّدُ الرَّحِيمُ

مَالِكُ بِوْرِ الدِّينِ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

যিনি নিচল মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিশের মালিক।  
ফাতিহ: ১-৩

### الْمُحَمَّدُ يَلِدُ الْزَّيْدَ أَنْذَلَ عَلَى عِنْدِيِّ الْكَبَائِبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَعْوَجَا.

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দর প্রতি এ এক নাখিল করেছেন এবং তাতে কোন বর্ণতা রাখেননি। ১- কাহাফ:

أَلَا إِنَّمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَبَيَّنُ مِنَ الْأَنْذِيْدِينَ يَنْذَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَرُّكَاهُ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا لِذَلِكَ إِنَّ هُنَّ إِلَّا خُرُصُونَ.

শুণছ, আসমানসমূহে ও জমিনে যা কিছু রাখেছে সবই আল্লাহর। আর এর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপসানার পেছনে পড়ে আছে-তা আসলে কিছুই নয়। এরা নিজেরই কঞ্চানার পেছনে পড়ে আছে-তা এবং এছাড়া আর কিছু নয় যে, এরা বুদ্ধি থাটাচ্ছে। ২- ইচ্ছুক: ১-৩

أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَجَلًا لِرِبِّ فِيهِ فَلَيْلَةَ الْقَلَابِونَ إِلَّا كُفُورًا.

তারা কি দেখেন যে, যে আল্লাহ আশমান ও যামিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের জন্মে

ক্ষিতির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কান, এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জালেমরা অধীকার হাড়া কিছু করেনি।-বলী ইসরাইল:১৯  
الْهُنَّ تَرَأَّسَ اللَّهُ يُسَيِّدُ كَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّيْدُ صَافَاتٌ كُلُّ قَنْ

عِلْمٌ صَلَاثَةٌ وَسَبِيلَةٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يَعْلَمُونَ.

তুমি কি দেখ না যে, নগেন্দ্রল ও ভূমি লেনে যারা আছে, তারা এবং উচ্চ পর্যবেক্ষণ তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পরিষ্ঠিতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পরিষ্ঠিতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্মক্ষ জ্ঞাত।

-আন-নব: ৪১

أَلَا إِنَّمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُهُ مَا أَنْشَأَ اللَّهُ بِهِ وَيَدْرِي مَنْ يَجْعُونَ إِلَيْهِ قِيمَتَهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ يُكْسِي شَيْءٍ عَلَيْهِ.

জেনে রাখ, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে তা আল্লাহই; তেমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি অব্যাহী জানেন এবং হোদিন তাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ সর্বকিছু সম্পর্কে সম্মক্ষ জ্ঞাত। -আন-নব: ৬৪

الْمُهَمَّدُ يَلِدُ الْزَّيْدَ أَنْذَلَ عَلَى عِنْدِيِّ الْكَبَائِبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَعْوَجَا.

الْمُهَمَّدُ يَرْبِّي الْعَالَمِينَ.

الْمُهَمَّدُ يَلِدُ الْزَّيْدَ أَنْذَلَ عَلَى عِنْدِيِّ الْكَبَائِبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ يَعْوَجَا.

الْمُهَمَّدُ يَرْبِّي الْعَالَمِينَ.

এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ-ই সত্ত এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের

পূজা করে সব যিথ্য। আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান। -লুকমান: ৩০

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُؤْنَى الْبَيْنَ أَمْوَأْنَ الْكُفَّارِ بِينَ لَا مَوْئِلَ لَهُمْ .  
এটা এজনে যে, আল্লাহ মুশিগদের হৈতেষী বস্তু এবং কাফেরদের কেবল  
হৈতেষী বস্তু নাই। -মুহাম্মাদ: ১১

سَبَحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .  
নভোমশ্ল ও ভূমশ্লের রাজত্ব তাঁরই । তিনি জীবন দান করেন ৩  
যত্ত্ব ঘটান । তিনি সবকিছু করতে সক্ষম । হাদীদ: ২  
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُجْبِي وَيُبْيِثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَرِيبٌ .  
নভোমশ্ল ও ভূমশ্লের রাজত্ব তাঁরই । সবকিছু তাঁরই দিকে  
প্রত্যাবর্তন করবে । -হাদীদ: ৫

আসুন আমরা এবার তাবি আমাদের প্রষ্ঠা কে?

গ্রিয় ভাইটি আমরা ! আসুন আমরা একটু চিন্তা করি আমার শষ্টি সম্পর্কে,  
তিনি কে? এবং নিজের সম্পর্কে তাবি আমি কথোপ ছিলাম ? কেনথায় আছি?  
কথোয় হেতে হবে? আমাদের শৃষ্টা একমাত্র আল্লাহ । তিনিই আবরণাত তিনিই  
পালনকর্তা । তিনিই তো মাত্পর্যতে আমাদের খাবার পৌঁছিয়ে ছিলেন । তিনিই  
মায়ের শুনে দুধ দিয়ে আমার আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন । এখনও আমার  
আহারের ব্যবস্থা তিনিই করছেন । তিনিই রাজক । তাঁরই দেশোয়া দোক্ষ দিয়ে  
আমরা দেখি । তাঁরই দেয়া মুখ দিয়ে আমরা কথা বলি । তাঁরই দেয়া পা দিয়ে  
আমরা চলি । আমরা যা কিছু দেখি আর না দেখি সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি । গভর্নে  
পিপলিকা, সমুদ্রের মাছ ও বিভিন্ন জীব-জঙ্গি, পোকা-মাকড়, পঙ্গ-পাখি, সব  
বিহুরই শৃষ্টি যিনি, তিনিই হলেন আল্লাহ ।

আল্লাহ একজন :  
আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন বলেন:  
“তিনিই আল্লাহ , তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে  
জানেন । তিনি পরম দয়ালু, অসীম দত্তা ।”

সকল যান্তুরের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ :

“হে মানব সমাজ ! তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি  
তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন । যাতে আশা করা  
যায়, তোমরা পরবেহগারী আর্জন করতে পারবে । যে পৰিস্থিতি তোমাদের জন্য  
ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে হাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আবশ্য  
থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফজল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের  
শাদ্য হিসাবে । অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমরক্ষ করো না ।  
বচ্ছত এসব তোমরা জান ।”

-সূরা আল বাকারাহ:-২১-২২

আসুন ! আমরা এক আল্লাহর উপাসনা করি, তার সাথে কাউকে  
অংশীদার না বানাই । তার কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান  
নান ।

আল্লাহর কোনো সন্তান নেই

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম  
দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি । এবং তার সম্ভূল্য কেউ নেই ।”

-সূরা ইখলাস: ১-৪  
আমরা অনেকেই যানে করি, যীশু আল্লাহর ছেলে’ আমাদের এই ধারণাটি  
অঙ্গুলি যানেকেই যানে করি, যীশু আল্লাহর ছেলে’ আমাদের  
এই ধারণাটি

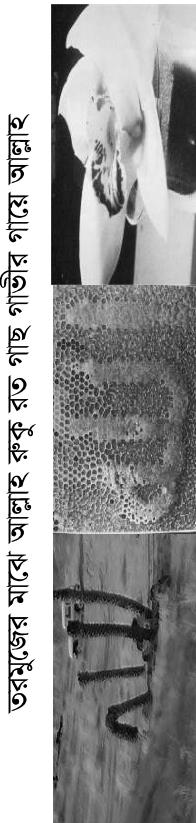
সন্তান নাম কি?

আমাদের শষ্টি ও মালিক যিনি তার নাম হলো আল্লাহ । কারণ আল্লাহ  
কুরআনে নিজেই বার বার তার নাম আল্লাহ বলেই উল্লেখ করেছেন । প্রকৃতিক  
জড়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ তার নাম “আল্লাহ” দিয়ে প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁর  
নাম ‘আল্লাহ’ ।

যেমন দেখন, আল্লাহর কী কুণ্ডরত ।



আল্লাহ কে? ♦ ৫৫  
গাছের গোড়ায় আল্লাহ। গাছে আল্লাহ বেঙ্গলের মাঝে আল্লাহ



গাছের মধ্যে আল্লাহ নৌচাকে আল্লাহ ফুলের মধ্যে আল্লাহ



সোজনৰত পাথৰ তরফের মধ্যে আল্লাহ আঙুলের মধ্যে আল্লাহ

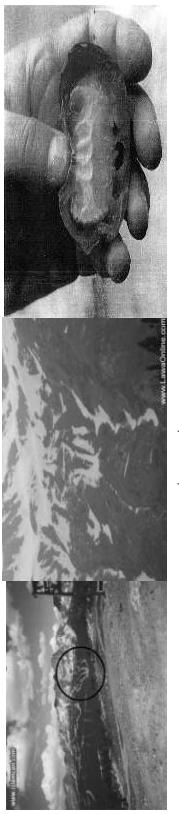


মাছের মধ্যে আল্লাহ গাছের মধ্যে আল্লাহ মাছের মধ্যে আল্লাহ



মাছের মধ্যে আল্লাহ কচুবেলে আল্লাহ শাখাকে লেখা আল্লাহ

আল্লাহ কে? ♦ ৫৬



পাহাড়ের মধ্যে লেখা আল্লাহ টিমেটোর মধ্যে আল্লাহ পাহাড়ে লেখা আল্লাহ



ভাজা ডিমে মধ্যে আল্লাহ, চামড়ার মধ্যে আল্লাহ ও মুহাম্মদ, গাছের পাতায় আল্লাহ



বিষ মানচিদে আল্লাহ। কোণের মধ্যে আল্লাহ



সমুদ্রে তেউ-এ আল্লাহ লাউ-এর বীজে আল্লাহ কঢ়ির মধ্যে আল্লাহ



ଆଜ୍ଞାଲେର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ । ହାତେର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାହ ।

ଏସବ ଜିଲ୍ଲିସ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ସହାନ ଶୁଭିଶଳୀ ମାଲିକେର ନାମ ହଲୋ ଆଜ୍ଞାହ । ଏବଂ ପରିଓ କି ମାନୁଷ ବୁଝେଣା ! ଆମାର ବୁଝେ ଆସେ ନା ଏରପରିଓ କେଣ ମାନୁଷ ଆଜ୍ଞାହକେ ବାଦ ଦିଯେ ଅଳ୍ପ କାରାତ ପୁଜ୍ଞା-ପ୍ରାସାନା କରିର । ଏ ହାଡ଼ାତ ଆଜ୍ଞାହ ତୀର ନାମେର ବାହିରଥକାଶ କରିର ଜନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ-ଜ୍ଞାତ ଶିଶୁ, ପଶୁ-ପାଖିର ମୁଖଥେକେ ଆଜ୍ଞାହ ଶକ୍ତ ବେର କରେ ବାଜ୍ଞାବେଇ ପ୍ରମାଣ କରିରଛେନ ଯେ, ସକଳେର ଶଫ୍ତର ନାମ ଆଜ୍ଞାହ । ସେମନ କାକେ ବଲେ ‘ଆଜ୍ଞାହ’ । ମୁରଗେ ବଲେ ‘ଆଜ୍ଞାହ’ । ଭାଗେ ବଲେ ‘ଆଜ୍ଞାହ’ । ଇତ୍ୟାଦି

Facebook, youtube, google,wcompedia ଲିଙ୍ଗେର ବିଷୟଙ୍ଗେ ଟାଇପ କରିବାକୁ । ଦେଖିବେଳେ ପଶୁ-ପାଖି କିଭାବେ “ଆଜ୍ଞାହ” ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ।

**1- New born baby says allah allah die say  
allah allah**

**2- Crow says allah seven times**

**3- Hen saying allah allah**

**4- Lion says allah allah**

**5- More lion says allah allah**

**6- Cow saying allah allah**

**7- Small dog says allah allah**

ଶ୍ରୀ ପାଠକ-ପାଠିକା ! ଆପନାର କି କଥିବୋ ଶୁଣେଛେନ ବା ଦେଖେଛେନ ? ଯେ, କେଣେ ପ୍ରାକୃତିକ କିଛିର ମାରେ ଲେଖା ଆହେ “ଈଶ୍ଵର ବା ଭଗବାନ” ? ଆମାର ମନେ ହେଁ ତା କଥନାତ ଦେଖେନ ନି ଏବଂ ତା ଶୁଣେନ ନି । ସାଦି ପୁଷ୍ପିବିର କୋଥାତ ଦେଖା ଦେବେତେ, ତାହଲେ ତା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତେର ମାଧ୍ୟମେ ଆମାଦେର ପରିଷତ୍ତ ପୌଛେ ଦେବେତେ । ଏବଂ ସାରା ବୁଝା ସାର ଆଜ୍ଞାହ”ହାଡ଼ା ଅଣ୍ୟ କୋଣେ ଶାକେ ଡାକା ବା ଅଣ୍ କାଉକେ ମାନା, ବେଶନ ଶ୍ରୀର, ସଦାପ୍ରଭୁ, ସିଂହପ୍ରିଣ୍ଟ, ଭଗବାନ, ଇତ୍ୟାଦି ନାମେ ଡାକା ବା ମାନ ନେହାଯେତ ବୋକାନ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛିଇ ନା ।

ଆମନ ! ଆମାର ଆଜ୍ଞାହକେ “ଆଜ୍ଞାହ” ବଲେ ଡାକି ଏବଂ ଶୁଣୁ ମାତ୍ର ତୀରି ଉପାସନା କରି । ଆଜ୍ଞାହକେ ଡାକିଲେ ଓ ତାକେ ମାନଲେଇ ଦୁନିଆ ଓ ଆଖେରାତେ ଶୁଭି ପାଞ୍ଚ୍ୟ ଯାବେ, ଅନ୍ୟଥାର ଶୁଭିର କଙ୍ଗନାତେ କରା ଯାବେ ନା । ଏହି ଆଜ୍ଞାହର ସାଥେ କାଉକେ ଶରିକ କରା ଯାବେ ନା ।

ଆଜ୍ଞାହର ସାଥେ ଶରିକ କରା ସବଦେରେ ବଢ଼ ହୋଇଛା

ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ-ଆଜ୍ଞାହ ପାକେର ପାବିତ୍ର ବାଲୀ କୁରାମୁନ କାରିଶେର ଭାବ୍ୟ ମତେ-ନେବକାଜ ହେଟି ଓ ବଡ଼; ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ । ତେବେଳିଭାବେ ତୀର ନିକଟ ପାପ ଏବଂ ପାପାଚାରର ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ବିଭିନ୍ନ । ତିନି ଆମାଦେରରେ ବେଳେଛେନ, ସେ ପାପର କାରଣେ ଆଯତ୍ତ ଜାହାନାରେ କର୍ତ୍ତିନ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ସେ ପାପ କଥିନାମେ କରାବେଣ ନା, ସେ ପାପର କାରଣେ ଆଯତ୍ତ ଜାହାନାରେ କର୍ତ୍ତିନ ଆଶ୍ରମ ଜୁଲାତେ ହେବେ, ସେହି ପାପ ହଲୋ ଅଦିତ୍ୟ ମହାନ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞାହର ସାଥେ କାଉକେ ‘ଶ୍ରୀକ କରିବା’ ।

ଏକ ଆଜ୍ଞାହ ହାଡ଼ା ଅଣ୍ କାରେ ସାମନେ ମାଥା ନତ କରିବା, ହାତ ଜୋଡ଼ କରିବା, ତାଙ୍କେ ରେଖେ ଅଣ କାଉକେ ଉପାସନାର ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବା; ଜନ୍-ମୃତ୍ୟୁଦାନକରି, ରିବିକଳିତା, ଆଗକର୍ତ୍ତା ଓ ପାପ ଥେକେ ଶୁଭିଦିତା ମନେ କରି ମାରାତକ ଗର୍ହିତ କାଜ । ଦେବ-ଦେବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ୟ, ନରୀ-ରମ୍ଭଳ ଏବଂ ସେ କୋଣେ ବଜ୍ରକେ ଉପାସନାର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ମନେ କରି ଶିରକ । ଆଜ୍ଞାହ ତାଣାର ଯା କଥିନୋଇ କଷମା କରାବେଣ ନା । ଶିରକ ହାଡ଼ା ତଥୀ ମେ କୋଣା ଗୋନାହ ଆଜ୍ଞାହ ହାଡ଼ି ଅଣ କାରେ ସାମନେ ମାଥା ନତ କରିବା, ହାତ ଜୋଡ଼ କରିବା, କାହେତ ଅଂଶିଦାରିତ୍ ମାରାତକ ଗର୍ହିତ କାଜ । ଅଂଶିଦାରିତ୍ କାରିବାର କୋନୋଦିନ ମେନେ ନିତେ ପାରି ନା । ସେମାନେ- କାରୋ ଝୀ ବଗଡ଼ାଟେ, ମନ୍ଦଚାରିଳୀ, ଅବାଧ୍ୟ ଏବଂ ବେପରୋଯା ସ୍ଥବାରେର ; ସ୍ଥାମୀ ତାକେ ସର ଥେକେ ବେଡିଯେ ଯେତେ ବଳାର ପର ମେ ବେଳତେ ଥାକେ, ଆମି ଶୁଣୁ ତୋମାର, ତୋମାର ଦରଜାଯ ମରିବୋ, ଏକପଳକେର ଜନ୍ୟତ ତୋମାର ସର ଥେକେ ବେଡିଯେ ଯାବୋ ନା, ତାହଲେ ସାନୀ ଶତ ଗୋବାର ପରତ ତାକେ ଫିରିଯେ ନିତେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ଅପରଦିନେ କାରୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭ୍ୟତ ସ୍ଥାମା ଶୋହାଗା ଏବଂ ଅଶ୍ରତ; ସର୍ବଦା ମେ ସ୍ଥାମିର ଚିତ୍ତର ଅଟ୍ଟିର । ସ୍ଥାମୀ ଗଭିର ରାତେ ଘରରିଲେ ତାର ଅପେକ୍ଷାଯ ବଳେ ଥାକେ, ଥାବାର ଗରମ କରେ ଦେସ, ପ୍ରେ-ଭାଲୋବାସାଯ ସ୍ଥାମୀକେ ଭୁବିରେ ରାଖେ । ଏକଦିନ ପ୍ରେସ ଝୀ ଆଦରେ ଥାମିକେ ବଳେ, ତୁମି ତୋ ଆମାର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀ । ତୋମାର ଉପର ଆମାର କୋଣେ ଆଶ୍ରମେ ଥିଲେ । ତାହିଁ ଆମାର ଅଭ୍ୟକ ପଢ଼ିଲିକେବେ ଆଜ ଥେବେ ଆମାର ଜୀବନ କଥାରେ କହିଲେଇ ମେ ତା ସହ୍ୟ କରାଗେ ନା । ହୟତୋ ମେ ଝୀକେ ଗଳାଟିପେ ହୃତା କରାବେ ଅଥବା ନିଜେ ଆଭୁତ୍ୟା କରାବେ । ଏହି କେନ ହଚେ ? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଲୋ, ସ୍ଥାମୀ କଥନୋଇ କ୍ଷୀର ଉପର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଧିକାରେ ଅଣ୍ କାଉକେ ଅଂଶିଦାର ହିସେବେ ଦେଖାତ ଚାଯ ନା । ଏବଟି

ପ୍ରତଙ୍କଣା ଥୁକେ ସୃଷ୍ଟି ମାନୁଷ ସଥଳ ଅଂଶୀଦାରିତୁବେ ମେନେ ନିତେ ପାରେ ନା, ତାହଲେ ଏମହାନ ପ୍ରାତ୍ମା ନାମାକ ଫୁଲକୀଟ ହତେ ମାନୁଷ ଶୃଷ୍ଟି ବୁଝେଛେ ତିନି କୀ କବେ ତୁମ ଏକକ ସୃଷ୍ଟିତେ ଅଂଶୀଦାରିତ ମେନେ ନିବେଳ ? ତାର ସାଥେ ଅଣ୍ କାବୋ ଉପାସନା ମେନେ ନିବେଳ ?  
ସଥଳ ଦୁନିଯାର ସବକିଛୁ ତିନିଟି ଦିଯେଇନ୍ ।

ଦେଖାବେ ଏକଜଳ ଚରିବିହିନ ଲାଗୀ ସବ ପୁରୁଷକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଖାବ ଫଳେ ଲାଗୁ ବଳେ  
ପରିଚିତି ଲାଭ କବେ, ତେମନି ଆଜ୍ଞାଇର ଦରାବରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରୋ ବେଶ ନିକୁଟ୍, ମେ  
ତୀକେ ହେଠେ ଅଳା କୋଣେ ଜିନିମେର ଉପାସନାଯ ମହୀ ହୁଁ ।

ହିଁଯ ପାଠକ ! ଆସୁନ ! ଆମରା ଏକ ଆଜ୍ଞାଇର ଉପାସନା କବି ଏବଂ ତାର ସାଥେ  
କାନ୍ତରେକ ଶରୀରିକ ନା କବି । ତୁମ ପ୍ରେରିତ ନବୀ ହୁଯରତ ମୁହାମ୍ମଦ ସାଜ୍ଜାଲାଇଁ ଓୟା  
ସାଜ୍ଜାମକେ ନବୀ ହିସାବେ ଖାଲି ଏବଂ ପରକାଳେର ଉପର ବିଶ୍ଵାସ ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ମୁଲମାନ  
ହୁଁ ଯାଇ । ଆଜ୍ଞାଇ ଆମଦେରକେ ତୌର୍ଫକ ଦାନ କରନ । ଆମିନ !

ସମାପ୍ତ